NAHWA EDITIONS
PRINT EDITION

001

দ্বীনের পথে প্রথম পদক্ষেপ

দ্বীনের পথে নতুনভাবে শুরু করতে চাওয়া একজন মানুষের জন্য ধাপে ধাপে একটি বাস্তব গাইড

NAHWA AD-DEEN · 2026

A5 PRINT-FRIENDLY EDITION · V1.0
FIRST EDITION · 30 SEP 2026

NAHWA EDITIONS · NE-001

দ্বীনের পথে প্রথম পদক্ষেপ

Facebook series থেকে বইয়ে রূপান্তরিত একটি ধারাবাহিক পাঠ। মূল শিক্ষামূলক লেখা সংরক্ষণ করে social-media-only promotion, hashtag এবং episode navigation সরানো হয়েছে।

EDITION
v1.0

BOOK ID
NE-001

STRUCTURE
পরিচিতি + ৯ অধ্যায় + বোনাস

CANONICAL
nahwaaddeen.com-এর Web Edition

প্রকাশ-পূর্ব সম্পাদকীয় নোট

এটি Nahwa Editions-এর NE-001-এর প্রথম প্রকাশিত v1.0 edition। Qur'an/Hadith reference-number audit, wording review, practical/fiqh wording pass এবং full rendered visual QA সম্পন্ন হয়েছে। বইটি কোনো আলেমের স্বতন্ত্র endorsement দাবি করে না; সংশোধনযোগ্য বিষয় পাওয়া গেলে version history-তে তা প্রকাশ করা হবে।

TEXT	Series-এর substantive teaching text সংরক্ষিত; Facebook-only CTA, hashtag ও episode navigation বাদ।
QUR'AN	Bangla অংশগুলো meaning-based rendering হিসেবে label করা; কোনো নির্দিষ্ট প্রকাশকের licensed translation হিসেবে উপস্থাপিত নয়।
HADITH	Reference number ও contextual use audit করা হয়েছে; repeated wording claims source register-এ ধরা আছে।
TRUST	কোনো invented scholar review, fabricated endorsement বা silent source correction নেই।

সূচিপত্র

00	আমি ইসলামকে জানতে চাই... কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব?	6
01	আমি কি সত্যিই হিদায়াতের পথে আছি?	10
02	দ্বীনে একদম নতুন হলে প্রথমে কী শিখব? কোনটা আগে, কোনটা পরে?	15
03	নামাজ পড়ি, কিন্তু ঠিকমতো পারি না। কীভাবে ধীরে ধীরে সালাত ঠিক করব?	21
04	কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে শুরু করব, যখন পড়ি কিন্তু বুঝি না বা নিয়ম ধরে রাখতে পারি না?	26
05	সব গুনাহ একসঙ্গে ছাড়তে পারছি না। বারবার একই ভুলে ফিরে গেলে কীভাবে পরিবর্তন শুরু করব?	32
06	আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার পথে কোন আমলগুলো আগে আনব?	38
07	ভালো পরিবেশ ও ভালো সঙ্গ কেন দ্বীনের পথে এত জরুরি?	44
08	ঈমান কখনো বাড়ে, কখনো কমে। মন যখন আর আগের মতো থাকে না, তখন কীভাবে দ্বীনের ওপর টিকে থাকব?	49
09	৩০ দিনের একটি বাস্তব “নতুনভাবে শুরু” roadmap, প্রথম মাসে কীভাবে এগোব?	55
B	আমি কি সত্যিই বদলাচ্ছি, নাকি শুধু দ্বীন নিয়ে আগ্রহী হয়েছি?	61

এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

এক বসায় পুরো বই শেষ করার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি অধ্যায় পড়ে একটি ছোট পরিবর্তন বেছে নিন - সালাত, কুরআন, তাওবা, সঙ্গ, আমলের অগ্রাধিকার বা দৈনিক রুটিনের যেকোনো একটি জায়গায়।

প্রয়োজনে নিজের জন্য ছোট নোট লিখুন। কয়েকদিন পর ফিরে দেখে নিন, শেখা কথাটি জীবনে কতটা নামাতে পেরেছেন। এই বইয়ের লক্ষ্য তথ্য জমা করা নয়; ধীরে ধীরে আল্লাহর দিকে চলার একটি বাস্তব rhythm তৈরি করা।

> **Reference treatment:** Qur'an ও Hadith-এর Bangla অংশগুলো **meaning-based rendering** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিচিতি · NE-001

আমি ইসলামকে জানতে চাই... কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব?

হয়তো আপনি নামাজ পড়েন, কিন্তু মনে হয় ঠিকভাবে হচ্ছে না। ইসলামকে জানতে চান, কুরআন বুঝতে চান, নিজের জীবনটা বদলাতে চান। কখনো কোনো ইসলামিক আলোচনা শুনে মনে হয়, “এবার সত্যিই শুরু করব।” কিন্তু কয়েকদিন পর আবার আগের ব্যস্ততা, আগের দুর্বলতা, আগের ভুলগুলো ফিরে আসে। তখন নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, “আমি কি সত্যিই বদলাতে পারব? আল্লাহ কি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? আমি কোথা থেকে শুরু করব?”

আপনি যদি এই জায়গায় থাকেন, তাহলে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখুন: দ্বীনের পথে শুরু করার জন্য আপনাকে আগে থেকেই নিখুঁত মুসলিম হয়ে যেতে হবে না। বরং শেখার মধ্য দিয়েই মানুষ বদলায়, আল্লাহর দিকে ফিরতে ফিরতেই জীবন গুছতে শুরু করে। আমরা অনেক সময় ভাবি, আগে সব গুনাহ ছেড়ে দেব, নামাজ একদম ঠিক করব, অনেক কিছু শিখব, তারপর “ভালোভাবে দ্বীন পালন” শুরু করব। অথচ বাস্তবে শুরুটা হয় ঠিক উল্টোভাবে—অপূর্ণ অবস্থাতেই আল্লাহর দিকে ফিরে দাঁড়ানো থেকে।

আপনি হয়তো নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবেন না, “আমি হিদায়াতপ্রাপ্ত।” আমাদের কার শেষ অবস্থা কী হবে, তা আমরা জানি না। কিন্তু ইসলামকে জানতে ইচ্ছা হওয়া, নিজের ভুল নিয়ে অস্বস্তি হওয়া, সালাত ঠিক করতে চাওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টির জীবন কামনা করা —এসব ইচ্ছাকে ছোট করে দেখবেন না। এগুলোকে ধরে সামনে এগোন।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা আমার পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথসমূহে পরিচালিত করব।”
> — সূরা আল আনকাবূত, ২৯:৬৯

অর্থাৎ আল্লাহর পথে আন্তরিক চেষ্টা কখনো মূল্যহীন নয়। সবকিছু বুঝে নেওয়ার পর আপনি যাত্রা শুরু করবেন না; বরং হাঁটতে হাঁটতেই অনেক কিছু পরিষ্কার হবে। আজ হয়তো আপনার সবচেয়ে বড় চেষ্টা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ধরে রাখা। কিছুদিন পর দেখবেন, সালাতে যা পড়ছেন তার অর্থ জানতে ইচ্ছা করছে। তারপর কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ছে, কোনো হারাম অভ্যাস আগের মতো স্বাভাবিক লাগছে না, নিজের চরিত্র নিয়েও ভাবছেন। পরিবর্তন অনেক সময় এমনভাবেই আসে—ধীরে, কিন্তু গভীরভাবে।

আর ইসলামকে যদি শুধু কিছু ইবাদতের তালিকা ভাবেন, তাহলে এর সৌন্দর্যের অনেকটাই দেখা হবে না। ইসলাম শুধু কীভাবে নামাজ পড়তে হবে তা শেখায় না; কীভাবে উপার্জন করবেন, পরিবারকে কীভাবে ভালোবাসবেন, রাগ এলে কী করবেন, কারও হক নষ্ট করলে কীভাবে ঠিক করবেন, দুঃখে কোথায় আশ্রয় নেবেন, আনন্দে কার শুকরিয়া আদায় করবেন—জীবনের প্রতিটি জায়গায় আল্লাহকে কেন্দ্র করে বাঁচতে শেখায়। ধীরে ধীরে তখন একজন মানুষ বুঝতে শুরু করে, “ইসলাম আমার জীবনের একটা অংশ নয়; আমার পুরো জীবন কীভাবে চলবে, তার দিকনির্দেশনা।”

তবে শুরুতে একটা ভুল খুব সহজেই হয়। আমরা একসঙ্গে তাজবীদ, আরবি, আকীদাহ, ফিকহ, হাদিস, তাফসির, তাহাজ্জুদ, অসংখ্য যিকর—সবকিছু ধরতে চাই। কয়েকদিন খুব উৎসাহ থাকে, তারপর এত কিছু সামলাতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শেষে মনে হয়, “দ্বীন আমার দ্বারা হবে না।”

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেই আমল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প।
> — সহিহ আল বুখারি, ৬৪৬৫

তাই শুরুটা ছোট হোক, কিন্তু স্থায়ী হোক। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে জীবনের কেন্দ্র বানানোর চেষ্টা করুন। সালাতে যা পড়েন, তার অর্থ ধীরে ধীরে শিখুন। প্রতিদিন কয়েকটি আয়াত অর্থসহ পড়ুন। এমন একটি গুনাহ বেছে নিন, যেটা থেকে সত্যিই বের হতে চান। সালাতের বাইরে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে বলুন, “হে আল্লাহ, আমি আপনাকে জানতে চাই। আমাকে সঠিকভাবে আপনার দিকে চলতে সাহায্য করুন।”

হয়তো এই জায়গায় আপনার মনে আরেকটা কথা আসে, “আমার তো অনেক ভুল। কত নামাজ নষ্ট করেছি, কত গুনাহ করেছি। এখন ফিরে এসে কী হবে?”

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন।” এরপরই তিনি তাঁর দিকে ফিরে আসতে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন।
>
> — সূরা আয যুমার, ৩৯:৫৩–৫৪

অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের কথা শুনে আগের জীবনেই পড়ে থাকা নয়; তাঁর রহমতের ওপর ভরসা করে ফিরে আসা। আপনার অতীত যতই এলোমেলো হোক, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। পড়ে যাওয়া আর পড়ে থেকে যাওয়া এক কথা নয়।

আপনার নামাজে ভুল আছে? শিখবেন। কুরআন কম জানেন? আজ থেকে পড়বেন। কোনো গুনাহ ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে? তাওবা করবেন, আবার চেষ্টা করবেন। ভালো পরিবেশ নেই? ধীরে ধীরে এমন মানুষ, এমন শিক্ষক এবং এমন জ্ঞানের উৎস খুঁজবেন, যা আপনাকে আল্লাহর দিকে টেনে নেয়।

আর নিজেকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করবেন না। কেউ দশ বছর ধরে দ্বীন শিখছে, আর আপনি হয়তো আজ শুরু করেছেন। তার আজকের জায়গা দেখে নিজের প্রথম দিনকে ব্যর্থ মনে করবেন না। আপনার কাজ হলো গতকালের নিজের চেয়ে আজ আল্লাহর দিকে এক ধাপ এগোনো।

হয়তো আপনার জীবনে এখনো অনেক কিছু ঠিক হয়নি। কিন্তু আজ থেকে যদি সালাতকে শুধু দিনের একটি কাজ না ভেবে রবের সামনে দাঁড়ানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে দেখতে শুরু করেন, কুরআনের সঙ্গে প্রতিদিন অল্প সময় কাটান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কখনো কখনো নিজেকে জিজ্ঞেস করেন, “আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট হবেন তো?”—তাহলে আপনি শুধু কিছু নতুন আমল যোগ করছেন না; আপনি ধীরে ধীরে জীবনের কেন্দ্রটাই বদলে দিচ্ছেন।

“দ্বীনের পথে প্রথম পদক্ষেপ” সিরিজে আমরা একসঙ্গে সবকিছু চাপিয়ে দেব না। ধীরে ধীরে দেখব, একজন মানুষ একদম শুরু থেকে কীভাবে সালাত ঠিক করবে, কী শিখবে, কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়বে, গুনাহ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে, ঈমানের ওঠানামার মাঝেও টিকে থাকবে এবং নিজের পুরো জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ঘুরিয়ে নিতে শিখবে।

আল্লাহ আমাদের তাঁর দ্বীনকে সঠিকভাবে জানতে, ভালোবাসতে এবং জীবনে ধারণ করতে সাহায্য করুন। আমাদের অন্তরকে হিদায়াতের ওপর স্থির রাখুন এবং ছোট ছোট আন্তরিক প্রচেষ্টাকে তাঁর নৈকট্যের পথে বড় কারণ বানিয়ে দিন। আমিন।

অধ্যায় ১ · NE-001

আমি কি সত্যিই হিদায়াতের পথে আছি?

আপনি নামাজ পড়ছেন, কিন্তু মনে হয় নামাজটা এখনো ঠিকমতো হচ্ছে না। ইসলাম সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করে, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা শুনলে মন ভালো হয়ে যায়, মাঝে মাঝে নিজের কিছু পুরোনো অভ্যাসও আর আগের মতো স্বাভাবিক লাগে না। আবার কয়েকদিন পর অলসতা আসে, কোনো নামাজে মন থাকে না, পুরোনো ভুল ফিরে আসে। তখন মনে প্রশ্ন জাগে, “আল্লাহ কি সত্যিই আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? দিলে আমি এখনো এমন কেন?”

আমরা অনেক সময় হিদায়াতকে এমনভাবে কল্পনা করি, যেন একদিন হঠাৎ সব বদলে যাবে। গুনাহের প্রতি আর কোনো টান থাকবে না, সালাত একদম নিখুঁত হয়ে যাবে, কুরআন খুললেই গভীর প্রশান্তি আসবে, ঈমান আর কখনো দুর্বল হবে না। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর পথে চলা মানে একদিনে নিখুঁত হয়ে যাওয়া নয়। বরং সত্যকে চিনতে শেখা, তা গ্রহণ করার চেষ্টা করা, বারবার নিজের ভুল থেকে ফিরে আসা এবং ধীরে ধীরে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার রবের পক্ষ থেকে এক আলোর ওপর রয়েছে।”
> সূরা আয যুমার, ৩৯:২২

তাই আপনার ভেতরে যদি ইসলামকে সত্যিকারভাবে জানতে চাওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়ে থাকে, আল্লাহর কথা শুনলে অন্তর সাড়া দেয়, নিজের জীবনকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী বদলাতে ইচ্ছা করে, তাহলে এই অনুভূতিগুলোকে ছোট করে দেখবেন না। তবে এগুলোর ওপর ভর করে নিজেকে নিরাপদও মনে করবেন না। হিদায়াত এমন কোনো নিশ্চয়তা নয় যে একবার পথের সন্ধান পেলেই অন্তর আর কখনো বিচ্যুত হওয়ার ভয় থাকবে না।

আয়াতের অর্থ

কুরআন আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য শেখায়। আল্লাহ বলেন, “যারা হিদায়াত লাভ করেছে, তিনি তাদের হিদায়াত আরও বাড়িয়ে দেন এবং তাদের তাকওয়া দান করেন।”
সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:১৭

অর্থাৎ হিদায়াতেরও বৃদ্ধি আছে। আজ আপনি যেখানে আছেন, সেটাই শেষ নয়। আজ হয়তো শুধু নিয়মিত নামাজ পড়ছেন। কিছুদিন পর মনে হবে, “নামাজে আমি কী বলছি, সেটাও তো জানা দরকার।” এরপর হয়তো এমন কোনো গুনাহ নিয়ে অস্বস্তি শুরু হবে, যেটাকে আগে খুব স্বাভাবিক মনে হতো। তারপর ধীরে ধীরে নিজের কথা, সম্পর্ক, উপার্জন, সময় কাটানো, চোখ ও কানের ব্যবহার নিয়েও ভাবতে শুরু করবেন।

পরিবর্তন অনেক সময় এভাবেই আসে। বাইরে থেকে খুব বড় কিছু দেখা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একজন মানুষ আর আগের মানুষটি থাকে না।

নিজের মধ্যে একটা বিষয় খেয়াল করুন। সত্য জানার পর আপনার প্রতিক্রিয়া কী? ইসলামের এমন কোনো বিধান জানলেন যা আপনার বর্তমান অভ্যাস বা পছন্দের সঙ্গে মিলছে না। তখন কি প্রথমেই সেটাকে এড়িয়ে যেতে বা ভুল প্রমাণ করতে ইচ্ছা করে, নাকি মনে হয়, “আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ হয়, আমি বুঝতে চাই এবং মানতে শিখতে চাই”?

দ্বীনের পথে বড় পরিবর্তন এখান থেকেই শুরু হয়। যখন মানুষ নিজের পছন্দকেই সবকিছুর মাপকাঠি না বানিয়ে আল্লাহর নির্দেশকে বড় করতে শেখে।

আরেকটা জায়গা দেখুন। ভুল করার পর আপনি কোনদিকে যান? কোনো গুনাহ হয়ে গেল, সালাত নষ্ট হলো, কয়েকদিন কুরআনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তখন কি মনে হয়, “আমার দ্বারা আর হবে না”, নাকি লজ্জা নিয়েও আবার আল্লাহর দিকে ফিরতে ইচ্ছা করে?

বারবার গুনাহ করা নিশ্চয়ই ভালো নয়। কিন্তু গুনাহকে গুনাহ মনে হওয়া, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং পড়ে যাওয়ার পর আবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিপদ তখন বাড়ে, যখন মানুষ আর ফিরতে চায় না, বরং নিজের ভুলটাকেই স্বাভাবিক বা সঠিক বলে মানিয়ে নিতে শুরু করে।

হয়তো আগে কারও গীবত করে আপনার কিছুই মনে হতো না, এখন কথা শেষ হওয়ার পর খারাপ লাগে। আগে কোনো হারাম content খুব সহজে দেখতেন, এখন ভেতরে অস্বস্তি হয়। আগে নামাজ ছুটে গেলে দিনের আর দশটা ঘটনার মতোই মনে হতো, এখন মনে হয় কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছেন। এই অস্বস্তিগুলোকে নিজের তাকওয়ার প্রমাণ বানাবেন না, কিন্তু এগুলোকে অবহেলাও করবেন না। অন্তর এখনো আল্লাহর ডাকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়নি।

তবে শুধু অনুভূতি যথেষ্ট নয়। ইসলাম সম্পর্কে অনেক আবেগ থাকা সম্ভব, অথচ জীবনে তার খুব কম প্রভাব দেখা যেতে পারে। হিদায়াতের পথে এগোতে হলে যা জানছি, তার কিছুটা হলেও জীবনে আনার চেষ্টা করতে হবে।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “যারা আমার পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথসমূহে পরিচালিত করব।”
> সূরা আল আনকাবূত, ২৯:৬৯

আপনাকে আজই সব জানতে হবে না। কিন্তু যা জানেন, সেটা নিয়ে হাঁটা শুরু করতে হবে। নামাজ পড়েন কিন্তু অনেক ভুল হয়? নামাজ ছেড়ে দেবেন না, বরং শিখবেন। কুরআন পড়তে দুর্বল? প্রতিদিন অল্প করে শিখবেন। কোনো গুনাহ ছাড়তে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন? সেটাকে নিজের কাছে বৈধ বানিয়ে নেবেন না, বরং আবার তাওবা করবেন এবং কারণগুলো থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

আর একটা ভুল থেকে নিজেকে বাঁচান। দ্বীনের পথে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হলেই অনেকের সঙ্গে নিজের তুলনা শুরু হয়। কাউকে সুন্দর কুরআন পড়তে দেখি, কেউ অনেক হাদিস জানে, কেউ নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে, কারও চরিত্র খুব সুন্দর। নিজের দিকে তাকিয়ে তখন মনে হয়, "আমি তো কিছুই পারি না।"

কিন্তু আপনি কেন অন্য কারও বহু বছরের পথচলার সঙ্গে নিজের প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ তুলনা করছেন?

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। তবে যে ফরজগুলো আমাদের ওপর রয়েছে, সেগুলো সঠিকভাবে শেখা এবং যথাসাধ্য পালন করা আমাদের দায়িত্ব। তাই অন্য কারও অবস্থান দেখে হতাশ না হয়ে নিজের প্রয়োজনটা বুঝুন। আপনার এখন কোন জায়গাটা আগে ঠিক করা দরকার, সেখান থেকেই শুরু করুন।

আর কখনো মনে করবেন না, "এখন তো একটু দ্বীনের দিকে এসেছি, আমি ঠিক আছি।" অন্তর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। কুরআনে যারা জ্ঞানে সুদৃঢ়, তাদের একটি গভীর দু'আ এসেছে:

> আয়াতের অর্থ
>
> "হে আমাদের রব, আপনি আমাদের হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন।"
> সূরা আলে ইমরান, ৩:৮

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও দু'আ করতেন, "হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর স্থির রাখুন।"
> জামে আত তিরমিযি, ২১৪০

তাই "আমি কি হিদায়াত পেয়েছি?" এই প্রশ্নে শুধু আটকে না থেকে প্রশ্নটা একটু বদলে দিন:

“আল্লাহ আমাকে যে সত্যটুকু বুঝিয়েছেন, আমি কি তার দিকে এগোচ্ছি?”

আপনি হয়তো এখনো একদম শুরুতে। নামাজে ভুল আছে, দ্বীনের জ্ঞান অল্প, কিছু পুরোনো অভ্যাসও রয়ে গেছে। তবু এগুলো দেখে নিজেকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে ঠেলে দেবেন না। ভালো হওয়ার জন্যই তো মানুষ শেখে, তাওবা করে, আবার উঠে দাঁড়ায়।

আজ তিনটি জিনিস দিয়ে শুরু করতে পারেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি হিসেবে ধরে রাখুন। প্রতিদিন অল্প হলেও নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে দ্বীন সম্পর্কে শিখুন। আর আল্লাহর কাছে নিয়মিত বলুন, “হে আল্লাহ, আমাকে সত্য চিনিয়ে দিন, তা গ্রহণ করার অন্তর দিন এবং আপনার দ্বীনের ওপর আমাকে স্থির রাখুন।”

হয়তো আজ আপনার পরিবর্তন খুব ছোট। কিন্তু একজন মানুষের জীবন বদলানোর শুরু অনেক সময় এমনই নীরব হয়। বাইরে কেউ কিছু বুঝতে পারে না, শুধু তার ভেতরে একটা সিদ্ধান্ত জন্ম নেয়:

“আমি আর শুধু মুসলিম পরিচয়ে থাকতে চাই না। আমি আল্লাহকে জানতে চাই, তাঁর কথা বুঝতে চাই এবং সত্যিই তাঁর পথে চলতে চাই।”

আল্লাহ আমাদের হিদায়াত আরও বাড়িয়ে দিন, অন্তরকে সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত রাখুন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। আমিন।

অধ্যায় ২ · NE-001

দ্বীনে একদম নতুন হলে প্রথমে কী শিখব? কোনটা আগে, কোনটা পরে?

ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে জানতে শুরু করলে প্রথমে খুব ভালো লাগে। মনে হয়, “এবার আমি দ্বীনটা ঠিকভাবে শিখব।” কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সামনে এত বিষয় চলে আসে যে আগ্রহের সঙ্গে একটা চাপও তৈরি হয়। তাওহীদ, আকীদাহ, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, তাজবীদ, সীরাহ, আরবি, হালাল হারাম... ইউটিউব খুললে একেকজন একেক বিষয়ে বলছেন। তখন মনে হয়, “আমি আসলে কোথা থেকে শুরু করব?”

অনেকে এই জায়গায় এসে একসঙ্গে অনেক কিছু শুরু করেন। কয়েকটা course, অনেক lecture, কিছু বই, অসংখ্য saved video। প্রথমদিকে উৎসাহ থাকে, কিন্তু কিছুদিন পর কোনটা আগে করবেন বুঝতে না পেরে সবকিছুই একটু একটু করে পড়ে থাকে। তখন নিজের ওপরই বিরক্তি আসে, “আমার দ্বারা বোধহয় দ্বীন শেখা হবে না।”

কিন্তু সমস্যা সবসময় আপনার আগ্রহে নয়। অনেক সময় সমস্যা শুধু এটুকু, আপনি জানেন না কোন জ্ঞানটা এখন আপনার জন্য সবচেয়ে জরুরি।

দ্বীন শেখা মানে সামনে যা পেলাম সব একসঙ্গে জেনে ফেলা নয়। একটা বাড়ি বানাতে যেমন আগে ভিত্তি শক্ত করতে হয়, তেমনি দ্বীনের পথেও কিছু বিষয় আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার। তবে এর মানে এই নয় যে আগে একটি বিষয় পুরো শেষ করবেন, তারপর আরেকটি শুরু করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এখনই চলবে, কুরআনের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকবে, আর পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী মৌলিক জ্ঞানগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে শিখবেন।

প্রথমে জানতে শুরু করুন, আপনি কাকে ইবাদত করছেন।

আয়াতের অর্থ

আমরা সবাই বলি, “আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি।” কিন্তু আল্লাহকে বিশ্বাস করা আর তাঁকে চিনতে শেখা এক জিনিস নয়। কেন শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি, ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো কী, নবী ﷺ আমাদের জন্য কে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস আমাদের জীবনকে কীভাবে বদলায়, এগুলো ধীরে ধীরে পরিষ্কার করুন।
আল্লাহ বলেন, “জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।”
সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:১৯

হাদিসের অর্থ

জিবরীল আলাইহিস সালামের বিখ্যাত হাদিসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো শিখিয়েছেন। আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান। হাদিসের শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম মানুষকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।
সহিহ মুসলিম, ৮

শুরুতেই জটিল আলোচনা দরকার নেই। আগে এতটুকু দৃঢ়ভাবে বুঝুন, আমি আল্লাহর বান্দা। আমি তাঁকেই ইবাদত করি। আমার জীবন তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

এরপর খুব গুরুত্ব দিয়ে শিখুন সালাত ও পবিত্রতার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো। কারণ এটি এমন ইবাদত যা প্রতিদিন আপনার জীবনে ফিরে আসে। ওযু কীভাবে সঠিকভাবে করবেন, কী কারণে ওযু ভাঙে, সালাতের সময়, সালাতের প্রয়োজনীয় অংশগুলো, সূরা ফাতিহা ও যা পড়ছেন তার সঠিক উচ্চারণ ও মৌলিক অর্থ, এগুলো শেখা আপনার জন্য দূরের অনেক আকর্ষণীয় বিষয়ের চেয়েও জরুরি হতে পারে।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছেন, “নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করুন।”
> সূরা ত্ব হা, ২০:১৪

ধরুন আপনি নিয়মিত নামাজ পড়েন, কিন্তু সূরা ফাতিহায় কিছু ভুল আছে। একই সময়ে আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন বিষয় শুনছেন, যেগুলো এখনো আপনার দৈনন্দিন আমলে কোনো পরিবর্তন আনছে না। তাহলে নিজের কাছে প্রশ্ন করুন, আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শেখাটা কোনটি? যে ইবাদতটি আজই করতে হচ্ছে, সেটি সঠিকভাবে পালন করার জ্ঞানকে আগে গুরুত্ব দিন।

এর পাশাপাশি কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করুন। শুরুতেই বিশাল তাফসির শেষ করার লক্ষ্য নেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন অল্প কিছু আয়াত পড়ুন, শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখার চেষ্টা করুন এবং নির্ভরযোগ্য বাংলা অনুবাদে অর্থ দেখুন। কোনো আয়াত বুঝতে না পারলে নিজের মতো অর্থ দাঁড় করানোর বদলে নির্ভরযোগ্য তাফসির বা যোগ্য শিক্ষকের সাহায্য নিন।

একসময় কুরআন পড়ার ধরনটাও বদলাতে শুরু করবে। শুধু “আজ কত পৃষ্ঠা পড়লাম” এই হিসাব থাকবে না। আপনি ভাবতে শুরু করবেন, “আজ আল্লাহ আমাকে কী শেখালেন?” কোনো আয়াত রাগের সময় মনে পড়বে, কোনো আয়াত হতাশার সময়, কোনো আয়াত ভুল করার পর আপনাকে আবার তাওবার দিকে ফিরিয়ে দেবে। তখন কুরআন শুধু তিলাওয়াতের বই থাকবে না, ধীরে ধীরে জীবনের পথনির্দেশ হয়ে উঠবে।

এরপর শিখুন আপনার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনীয় হালাল হারাম। সব ফিকহ এখনই জানা সম্ভব নয়, দরকারও নেই। আপনি ব্যবসা করেন? তাহলে কেনাবেচা, সুদ, প্রতারণা, ঋণ ও মানুষের হক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান জানুন। বিবাহিত হলে স্বামী স্ত্রীর

অধিকার ও দায়িত্ব জানুন। সন্তান থাকলে তাদের হক ও লালন পালনের মৌলিক শিক্ষা শিখুন। যে পরিস্থিতিতে আপনি এখন আছেন, সেই পরিস্থিতিতে আল্লাহ আপনার কাছ থেকে কী চান, সেটা জানা আপনার জন্য জরুরি জ্ঞান।

এখানে এসে হয়তো ইসলামকে নতুনভাবে দেখতে শুরু করবেন। আগে দ্বীন বলতে হয়তো নামাজ, রোজা আর কিছু নিষেধ বুঝতেন। এখন দেখবেন ইসলাম আপনার ব্যবসার সততায়ও আছে, পরিবারের সঙ্গে কথার ভঙ্গিতেও আছে, কারও গোপন কথা রক্ষা করার মধ্যেও আছে, ঋণ ফেরত দেওয়ার মধ্যেও আছে, রাগের সময় জিহ্বা থামানোর মধ্যেও আছে। ইসলাম জীবনের একটা অংশ নয়, ইসলাম পুরো জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে গুছিয়ে নেওয়ার পথ।

আর চরিত্রকে কখনো “পরে শিখব” এমন বিষয় ভাববেন না। অনেক কিছু জানলেন, কিন্তু কথায় অহংকার বাড়ল, পরিবার আপনার ব্যবহারে কষ্ট পেল, গীবত কমল না, অন্যদের তুচ্ছ করা শুরু হলো, তাহলে জ্ঞান তার উদ্দেশ্য পূরণ করছে না। দ্বীনের জ্ঞান যত বাড়বে, আল্লাহর সামনে বিনয় এবং মানুষের প্রতি সুন্দর আচরণও তত বাড়ার কথা।

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন।”
> সহিহ আল বুখারি, ৭১

তাই দ্বীন শেখাকে শুধু information সংগ্রহে পরিণত করবেন না। আপনি কত lecture শুনলেন, কত বই কিনলেন, কত মাসআলা জানলেন, এটুকুই আসল মাপকাঠি নয়। বরং দেখুন, শেখার কারণে আপনার সালাত কি একটু ভালো হচ্ছে, ভুলের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে কি না, মানুষের হক নিয়ে ভয় জন্মাচ্ছে কি না, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা বাড়ছে কি না।

আর শুরুতেই একটা বিষয় ঠিক করে নিন, কার কাছ থেকে শিখছেন। সুন্দর কথা বলা, অনেক follower থাকা বা emotional video বানানোই নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের প্রমাণ নয়। নতুন অবস্থায় অনেক ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে টুকরো টুকরো কথা শুনলে confusion বাড়তে পারে। তাই কুরআন ও সহিহ সুন্নাহভিত্তিক, জ্ঞানী ও দায়িত্বশীল আলেম বা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের structured beginner material ধরে এগোনো ভালো।

শুরুতে আপনার সব মতভেদ জানা দরকার নেই। প্রতিটি কঠিন প্রশ্নের উত্তরও জানা দরকার নেই। আপনার প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত, “আমি আমার রবকে কীভাবে চিনব, আমার ফরজগুলো কীভাবে ঠিক করব এবং আজকের জীবনটা কীভাবে তাঁর সন্তুষ্টির দিকে নিতে পারি?”

খুব সহজ করে বললে, আপনার শেখার অগ্রাধিকার হতে পারে:

আল্লাহ ও ঈমানের মৌলিক বিষয়
সালাত ও পবিত্রতা
কুরআন পড়া ও অর্থ বোঝার শুরু
নিজের জীবনের প্রয়োজনীয় হালাল হারাম
চরিত্র, আদব ও মানুষের হক

এগুলো আলাদা আলাদা বাক্স নয়। পাশাপাশি এগোবে, কিন্তু priority থাকবে। একদিনে পুরো ইসলাম শিখে ফেলার চাপ থাকবে না।

প্রতিদিন ২০ বা ৩০ মিনিট নির্দিষ্ট করে রাখলেও শুরু করা যায়। একটা বিষয় শিখে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, “এর মধ্যে আজ থেকেই আমি কী বদলাতে পারি?” হয়তো একটি সালাতের ভুল ঠিক করলেন, একটি আয়াতের অর্থ বুঝলেন, একটি হারাম অভ্যাস চিনতে পারলেন, কারও একটি হক আদায় করলেন। ছোট মনে হলেও এই পরিবর্তনগুলোই ধীরে ধীরে জীবন গড়ে।

দ্বীনের পথে একদম শুরুতে আপনার লক্ষ্য scholar হওয়া নয়। লক্ষ্য হলো এমন একটি ভিত্তি তৈরি করা, যার ওপর আপনার ঈমান, সালাত, চরিত্র এবং পুরো জীবন ধীরে ধীরে দাঁড়াতে পারে।

তাই চারদিকে এত কিছু দেখে ভয় পাবেন না। আজই সব জানতে হবে না। আজ সেই জ্ঞানটুকু দিয়ে শুরু করুন, যা আপনাকে আল্লাহকে আরও ভালোভাবে চিনতে, আপনার ফরজগুলো ঠিক করতে এবং আজকের আপনাকে গতকালের চেয়ে একটু বেশি তাঁর দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

একসময় হয়তো পেছনে তাকিয়ে দেখবেন, আপনি এখনো সব জানেন না। কিন্তু যে মানুষটা একদিন ভাবত, “আমি কোথা থেকে শুরু করব?” তার সালাত বদলেছে, সিদ্ধান্ত বদলেছে, কথাবার্তা বদলেছে, ভুলের পর ফিরে আসার পথ বদলেছে।

কারণ দ্বীন শেখার আসল সৌন্দর্য শুধু এই নয় যে আপনি ইসলাম সম্পর্কে আরও জানবেন। ধীরে ধীরে ইসলাম আপনার জীবনকেও বদলে দেবে।

আল্লাহ আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করুন, সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন এবং জ্ঞানকে আমাদের জন্য তাঁর নৈকট্যের পথ বানিয়ে দিন। আমিন।

অধ্যায় ৩ · NE-001

নামাজ পড়ি, কিন্তু ঠিকমতো পারি না। কীভাবে ধীরে ধীরে সালাত ঠিক করব?

আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কখনো সালাম ফেরানোর পর মনে হয়, “আমি আসলে কী পড়লাম?” কখনো সূরা ফাতিহার উচ্চারণ নিয়ে সন্দেহ হয়, কখনো রুকু সিজদা খুব দ্রুত হয়ে যায়, আবার কখনো তাকবির দেওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাথায় কাজ, সংসার, ফোন, পুরোনো কথা সব এসে ভিড় করে। তখন ভয় হয়, “এভাবে নামাজ পড়ে কী হবে? আমি কি কোনোদিন সুন্দরভাবে সালাত পড়তে পারব?”

> হাদিসের অর্থ
>
> প্রথমেই একটা ভুল করবেন না। নামাজ ঠিকমতো পারছেন না বলে নামাজ থেকে দূরে যাবেন না। নিয়মিত সালাত আদায় করতে থাকুন, আর পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতিটা শিখে নিজের ভুলগুলো সংশোধন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করো।”
> সহিহ আল বুখারি, ৬৩১

অর্থাৎ সালাত শুধু মুখস্থ কয়েকটি সূরা আর কিছু নড়াচড়ার নাম নয়। এটাকে শেখারও প্রয়োজন আছে।

অনেকের নামাজ ছোটবেলায় দেখে দেখে শেখা। পাশে সবাই দাঁড়িয়েছে, আমরাও দাঁড়িয়েছি। সবাই রুকু করেছে, আমরাও করেছি। কিছু সূরা মুখস্থ হয়েছে, কিন্তু বড় হওয়ার পর আর কখনো বসে দেখা হয়নি, আমার ওযু ঠিক হচ্ছে কি না, সালাতের কোন অংশগুলো জরুরি, আমি যা পড়ছি তার উচ্চারণ ঠিক কি না, কিংবা এর অর্থই বা কী।

আজ যদি বুঝতে পারেন আপনার শেখায় ঘাটতি আছে, এতে লজ্জার কিছু নেই। বরং এখান থেকেই আপনার সালাত নতুন করে সুন্দর হওয়ার শুরু হতে পারে।

প্রথমে সালাতের ভিত্তিটা পরিষ্কার করুন। নির্ভরযোগ্য শিক্ষক বা আলেমের কাছ থেকে ওযু, প্রয়োজনীয় পবিত্রতার বিধান, সালাতের সময়, কিবলা, পোশাকের প্রয়োজনীয় শর্ত এবং সালাতের মৌলিক পদ্ধতি শিখুন। শুরুতেই সব মতভেদ জানার দরকার নেই। আপনার এখন দরকার প্রতিদিন যে ইবাদতটি করছেন, সেটি যেন অজানার ওপর না দাঁড়িয়ে থাকে।

এরপর বিশেষভাবে সূরা ফাতিহা ও সালাতে নিয়মিত যা পড়েন সেগুলো শুদ্ধ করার চেষ্টা করুন। নতুন অনেক সূরা মুখস্থ করার আগে যা প্রতিদিন পড়ছেন, সেটাই একজন যোগ্য শিক্ষকের কাছে শুনিয়ে নিন। উচ্চারণে এমন ভুল থাকলে যা শব্দ বা অর্থ বদলে দিতে পারে, সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব সংশোধন করা জরুরি। একদিনে নিখুঁত না হলেও সমস্যা নেই। আজ একটি ভুল ঠিক হলো, কয়েকদিন পর আরেকটি। এভাবেই এগোবেন।

তারপর নিজের নামাজে আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন: আপনি কি নামাজটা আদায় করছেন, নাকি শুধু শেষ করছেন?

তাকবির দিলেন, দ্রুত কিরাআত, রুকু, সঙ্গে সঙ্গে উঠে সিজদা, তারপর দ্রুত পরের রাকাত। শরীর নামাজে আছে, কিন্তু পুরো সালাত যেন শেষ করার তাড়া।

> হাদিসের অর্থ
>
> একবার একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে সালাত পড়েছিলেন। রাসূল ﷺ তাকে আবার সালাত পড়তে বললেন। এরপর তিনি তাকে শেখালেন, রুকুতে গিয়ে স্থির হতে, উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, সিজদায় গিয়ে স্থির হতে এবং বসার সময়ও প্রশান্ত হতে।
> সহিহ আল বুখারি, ৭৫৭

এই হাদিসটা নিজের নামাজের সামনে একটা আয়নার মতো রাখুন। রুকুতে গিয়ে শরীর স্থির হওয়ার সময় দিচ্ছেন তো? সিজদা থেকে উঠে ঠিকভাবে বসছেন? নাকি এক ভঙ্গি শেষ হওয়ার আগেই আরেকটায় চলে যাচ্ছেন?

রুকু, সিজদা, রুকু থেকে ওঠা এবং দুই সিজদার মাঝের বসায় প্রয়োজনীয় স্থিরতা ও প্রশান্তি রাখা শুধু মনোযোগের কৌশল নয়; সালাত যথাযথভাবে আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এরপর এমন একটা পরিবর্তন আনুন, যা নামাজকে ভেতর থেকে বদলে দিতে পারে: আপনি যা বলছেন, তার অর্থ শেখা।

“আল্লাহু আকবার” কতবার বলি, কিন্তু কখনো কি মনে করি এর মানে কী? সূরা ফাতিহায় আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি, তাঁরই ইবাদতের অঙ্গীকার করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, আবার সোজা পথের হিদায়াতও চাই। অথচ অর্থ না জানলে মুখ শব্দগুলো বলে যায়, মন অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়।

সবকিছুর অর্থ একদিনে শেখার দরকার নেই। প্রথমে সূরা ফাতিহা। তারপর রুকু ও সিজদার তাসবীহ। এরপর তাশাহহুদ। অল্প অল্প করে অর্থ বুঝুন। একসময় দেখবেন পরিচিত শব্দগুলো আর শুধু মুখস্থ বাক্য মনে হচ্ছে না। আপনি বুঝতে শুরু করেছেন, কার সামনে দাঁড়িয়ে কী বলছেন।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ সফল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, “যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী ও মনোযোগী।”
> সূরা আল মুমিনূন, ২৩:১–২

কিন্তু খুশু মানে এই নয় যে নামাজের কয়েক মিনিটে মাথায় কোনো চিন্তাই আসবে না। চিন্তা আসতে পারে। আপনি হয়তো ফাতিহা পড়তে পড়তে হঠাৎ কালকের কাজ মনে করে ফেললেন। তখন হতাশ হয়ে “আমার নামাজে তো মনই নেই” ভাববেন না। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আবার মনকে আল্লাহর সামনে ফিরিয়ে আনুন। প্রতিবার ফিরে আসাটাও আপনার অন্তরকে প্রশিক্ষণ দেয়।

আর একটা জায়গায় পরিবর্তন দরকার। অনেক সময় আমরা সালাতকে দিনের বাকি কাজের ফাঁকে ঢোকাই। “এই কাজটা শেষ করি, তারপর নামাজ”, “ভিডিওটা শেষ হোক”, “আর পাঁচ মিনিট পরে উঠছি।” করতে করতে সালাত দিনের কেন্দ্র না হয়ে বাকি সব কাজের পরে পড়ে যায়।

> আয়াতের অর্থ
>
> অথচ আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।”
> সূরা আন নিসা, ৪:১০৩

তাই সম্ভব হলে দিনের কাজগুলো সালাতের সময় মাথায় রেখে সাজাতে শুরু করুন। ভাবুন, “যোহরের আগে এটা শেষ করব”, “আসরের পর ওটা করব।” ধীরে ধীরে সালাত আর জীবনের interruption মনে হবে না। বরং দিনের মাঝে বারবার আপনার রবের সামনে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে উঠবে।

আর মাঝে মাঝে নিজেকে একটা প্রশ্ন করুন: আমার সালাত কি নামাজের বাইরের আমাকেও বদলাচ্ছে?

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”
> সূরা আল আনকাবূত, ২৯:৪৫

এর মানে এই নয় যে নামাজ পড়া শুরু করলেই মানুষ মুহূর্তে গুনাহহীন হয়ে যাবে। কিন্তু সালাতকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রভাব মানুষের জীবনে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার শক্তি তৈরি করার কথা। নামাজ শেষে গীবত করতে গিয়ে হয়তো মনে পড়বে, “আমি তো একটু আগেই আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।” কোনো হারাম কাজের সামনে দাঁড়িয়ে সিজদার কথা মনে পড়বে। কারও সঙ্গে অন্যায় করতে গেলে অন্তর আপনাকে একটু থামাবে।

এভাবেই সালাত শুধু দিনের পাঁচটি আলাদা সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। ধীরে ধীরে পুরো দিনের ওপর তার প্রভাব পড়তে শুরু করে।

এখনই নিজের ওপর বিশটা পরিবর্তনের চাপ দেবেন না। আগামী কয়েক সপ্তাহে শুধু তিনটি বিষয় ধরুন: সালাতের মৌলিক পদ্ধতি একজন নির্ভরযোগ্য শিক্ষকের কাছে যাচাই করুন, সূরা ফাতিহা ও নিয়মিত পড়া অংশগুলোর উচ্চারণ ও অর্থ ঠিক করুন, আর রুকু সিজদায় তাড়াহুড়া কমিয়ে স্থির হওয়ার অভ্যাস করুন।

আর অতীত নিয়ে বসে থাকবেন না। “এত বছর ঠিকমতো শিখিনি, এখন আর কী হবে?” এই চিন্তা আপনাকে সামনে এগোতে দেবে না। যা ভুল হয়েছে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, যা জানেন না তা এখন শিখুন, আর আজকের সালাতটাকে গতকালের চেয়ে একটু ভালো করার চেষ্টা করুন।

একদিন হয়তো তাকবির দেওয়ার সময় হঠাৎ বুঝবেন, নামাজটা আর শুধু মুখস্থ কিছু শব্দ ও নড়াচড়া মনে হচ্ছে না। আপনি জানেন কেন দাঁড়িয়েছেন, কী বলছেন, কার সামনে সিজদা করছেন। মন তখনও কখনো ছুটে যাবে, জীবনেও ব্যস্ততা থাকবে, কিন্তু আপনার কাছে দিনে পাঁচবার ফিরে আসার একটা জায়গা থাকবে।

সালাত ঠিক করার লক্ষ্য শুধু ভুল কমানো নয়। লক্ষ্য হলো এমনভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো শেখা, যেন সেই দাঁড়ানো ধীরে ধীরে নামাজের বাইরের আপনাকেও বদলে দেয়।

আল্লাহ আমাদের সালাত সঠিকভাবে শেখার তাওফিক দিন, তাতে খুশু ও প্রশান্তি দান করুন এবং আমাদের সালাতকে তাঁর নৈকট্য ও জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

অধ্যায় ৪ · NE-001

কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে শুরু করব, যখন পড়ি কিন্তু বুঝি না বা নিয়ম ধরে রাখতে পারি না?

হয়তো আপনার ঘরে কুরআন আছে। কখনো খুলে পড়েনও। রমাদানে একটু বেশি পড়া হয়, কোনো কষ্টের সময় হঠাৎ কুরআনের দিকে মন যায়। কিন্তু কয়েকদিন পর আবার দূরত্ব তৈরি হয়। কখনো মনে হয়, “আমি তো ঠিকমতো আরবি পড়তেই পারি না।” কখনো তিলাওয়াত করেও অর্থ বুঝতে পারেন না। আবার বাংলা অর্থ পড়তে গিয়ে মনে হয়, “অনেক কিছুই তো বুঝলাম না।” একসময় কুরআন খুলতেই সংকোচ হয়।

মনে হতে থাকে, “যেদিন ভালোভাবে পড়তে শিখব, সেদিন থেকে নিয়মিত হব।” অথচ সেই “সেদিন” আসতে আসতে মাস চলে যায়, কখনো বছরও চলে যায়।

কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য প্রথম দিনেই আপনাকে শুদ্ধ তিলাওয়াতে দক্ষ হতে হবে না, বিশাল তাফসির জানতে হবে না, প্রতিদিন দীর্ঘ সময়ও দিতে হবে না। সম্পর্ক তৈরি হয় কুরআনের কাছে বারবার ফিরে আসতে আসতে। আপনি আজ যতটুকু পারেন, সেখান থেকেই শুরু করবেন। তারপর ধীরে ধীরে পড়া শিখবেন, ভুল ঠিক করবেন, অর্থ বুঝবেন এবং কুরআনের শিক্ষা জীবনে আনার চেষ্টা করবেন।

> হাদিসের অর্থ
>
> আপনার আরবি পড়া দুর্বল হলে নিজেকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। কারও সুন্দর তিলাওয়াত শুনে নিজের পড়া নিয়ে এমন লজ্জা পাবেন না যে কুরআনই বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে যায় এবং পড়া তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য রয়েছে দুইটি প্রতিদান।
> সহিহ মুসলিম, ৭৯৮

একটু ভাবুন। আপনি একটি শব্দ পড়তে গিয়ে থেমে গেলেন, আবার চেষ্টা করলেন, শিক্ষককে শুনালেন, আবার ভুল হলো। আপনি হয়তো এটাকে নিজের অযোগ্যতা ভাবছেন। অথচ সেই কষ্টের মধ্যেও আপনার জন্য প্রতিদান রাখা হয়েছে। তাই "আমি ভালো পড়তে পারি না" যেন কুরআন থেকে দূরে থাকার কারণ না হয়, বরং শেখার কারণ হয়।

আর যদি আপনি একেবারেই আরবি পড়তে না পারেন? তাহলে অক্ষর থেকেই শুরু করুন। কোনো যোগ্য শিক্ষক বা নির্ভরযোগ্য কায়দার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিখুন। শেখার সময় নির্ভরযোগ্য তিলাওয়াত শুনে অনুসরণ করতে পারেন, পাশাপাশি বাংলা অর্থও পড়ুন। "আগে পুরো আরবি শিখে নিই, তারপর কুরআনের কাছে যাব" এই অপেক্ষায় থাকবেন না। আরবি পড়া শেখার যাত্রা চলবে, একই সঙ্গে কুরআন কী বলছে সেটাও জানার চেষ্টা চলবে।

একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার রাখা দরকার। কুরআনের মূল পাঠ আরবিতে। বাংলা অনুবাদ কুরআনের অর্থ বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। তাই শুধু বাংলা অনুবাদ পড়েই আরবি তিলাওয়াত শেখার চেষ্টা বন্ধ করে দেবেন না। আবার আরবি পড়ছি বলে অর্থ জানার প্রয়োজন নেই, এটাও ভাববেন না। দুটোই ধীরে ধীরে পাশাপাশি এগোবে।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, "এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা করে এবং বোধসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।"
> সূরা সাদ, ৩৮:২৯

এখানেই আমাদের অনেকের কুরআন পড়ায় একটা ঘাটতি থেকে যায়। আমরা এক পৃষ্ঠা পড়ি, দুই পৃষ্ঠা পড়ি, তিলাওয়াত শেষ করি, কিন্তু কখনো থেমে প্রশ্ন করি না, "আমি একটু আগে কী পড়লাম?"

ধরুন আপনি সূরা ফাতিহা প্রতিদিন বহুবার পড়ছেন। যেদিন প্রথম গভীরভাবে বুঝলেন, আপনি সেখানে আল্লাহর কাছে সরল পথের হিদায়াত চাইছেন, সেদিন সেই পরিচিত সূরাটাও অন্যরকম মনে হতে পারে। কোনো আয়াতে ধৈর্যের কথা পড়লেন, আর আপনার নিজের চলমান কষ্টটা মনে পড়ল। কোনো আয়াতে তাওবার দরজা দেখলেন, অথচ কয়েকদিন ধরেই নিজের একটি ভুল নিয়ে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছিলেন। তখন বুঝতে শুরু করবেন, কুরআনের আয়াতগুলো আপনার বর্তমান জীবনকেও কীভাবে পথ দেখায়।

এর জন্য শুরুতেই বিশাল তাফসির পড়ার প্রয়োজন নেই। অল্প কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করুন, তারপর নির্ভরযোগ্য বাংলা অনুবাদে অর্থ পড়ুন। যেটা বুঝতে সমস্যা হয়, বিশ্বস্ত আলেম বা শিক্ষকের পরামর্শে একটি সহজ ও নির্ভরযোগ্য তাফসির ধরে এগোন। প্রতিদিন একেকজনের একেক ব্যাখ্যা শুনে নিজেকে আরও confused করবেন না। বিশেষ করে কোনো বিধান বা জটিল আয়াত নিজের মতো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন না।

কুরআন পড়ার সময় প্রতিদিন অনেক প্রশ্নও করতে হবে না। মাঝে মাঝে শুধু এটুকু ভাবুন, “আজকের আয়াতগুলো আমার ভেতরে কী বদলাতে চাইছে?”

হয়তো বুঝলেন, আরও কৃতজ্ঞ হওয়া দরকার। হয়তো কোনো গুনাহকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছিলেন। হয়তো আল্লাহর কোনো গুণ সম্পর্কে নতুন কিছু জানলেন। হয়তো এমন একটি আশা পেলেন, যেটার ঠিক এই সময়েই আপনার প্রয়োজন ছিল। এখান থেকেই কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কের আরেকটি স্তর শুরু হয়, যা বুঝছি, তার কিছুটা জীবনে আনা।

কোনো আয়াত গীবত থেকে সতর্ক করল? আজ জিহ্বাটা একটু বেশি পাহারা দিন। ক্ষমার কথা পড়লেন? যাকে ক্ষমা করতে পারছেন না, তার ব্যাপারে অন্তরের কঠোরতা নিয়ে ভাবুন। সালাতের কথা পড়লেন? পরের সালাতটা একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে আদায় করুন। শুধু সুন্দর আয়াত underline করলাম, screenshot নিলাম, share করলাম, কিন্তু আমার জীবন আগের মতোই রয়ে গেল, তাহলে কুরআনের পথনির্দেশ এখনো জীবনের ভেতরে ঢুকল না।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথের দিকনির্দেশ করে, যা সবচেয়ে সরল ও সঠিক।”
> সূরা আল ইসরা, ১৭:৯

কুরআন পথ দেখায়, আর আমাদের কাজ হলো সেই পথে হাঁটার চেষ্টা করা।

এরপর আসে খুব পরিচিত একটা সমস্যা, “আমি নিয়ম ধরে রাখতে পারি না।” তিনদিন পড়লেন, চতুর্থ দিন ব্যস্ততা হলো। তারপর আরেকদিন পড়া হলো না। এবার মনে হলো, “ধারাবাহিকতাই তো নষ্ট হয়ে গেছে।” কয়েকদিনের বিরতি ধীরে ধীরে কয়েক সপ্তাহে পরিণত হলো।

এই জায়গায় একটা নিয়ম মনে রাখুন: একদিন বাদ গেছে মানে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। পরের সুযোগেই ফিরে আসুন। পাঁচদিন বাদ গেলেও ষষ্ঠ দিনে খুলুন। একমাস বাদ গেলেও আজ খুলুন। শয়তান যেন আপনাকে এই চিন্তা দিয়ে দূরে না রাখে, “এতদিন যখন পড়নি, এখন আর কী হবে?”

শুরুতে এমন লক্ষ্যও রাখবেন না, যেটা কয়েকদিন পর বোঝা হয়ে যায়। প্রতিদিন এক পারা পড়ার পরিকল্পনা করে তিনদিন পর থেমে যাওয়ার চেয়ে প্রতিদিন অল্প কিছু আয়াত নিয়মিত পড়া অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। আপনার জন্য যদি দশ মিনিট সম্ভব হয়, দশ মিনিট দিয়েই শুরু করুন। একটি পৃষ্ঠা সম্ভব হলে একটি পৃষ্ঠা। খুব ব্যস্ত দিনে কয়েকটি আয়াত হলেও সম্পর্কটা জীবিত রাখুন।

একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করাও সাহায্য করতে পারে। ফজরের পর, কোনো নির্দিষ্ট সালাতের পর, অথবা ঘুমানোর আগে। কুরআনকে যদি শুধু “সময় পেলে পড়ব” তালিকায় রাখেন, সেই সময় অনেক দিনই আর আসে না। দিনের একটি পরিচিত সময়ের সঙ্গে কুরআনকে জুড়ে দিলে ফিরে আসা সহজ হয়।

তবে কুরআন পড়াকেও শুধু productivity project বানাবেন না। আজ কয় পৃষ্ঠা, কয় মিনিট, streak কতদিন, এগুলো সাহায্য করতে পারে, কিন্তু আসল প্রশ্ন এগুলো নয়। আসল প্রশ্ন হলো, কুরআনের সঙ্গে আমার পরিচয় কি বাড়ছে? আল্লাহর কথা কি আমার সিদ্ধান্তে একটু একটু করে জায়গা পাচ্ছে?

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং শেখায়।”
> সহিহ আল বুখারি, ৫০২৭

কুরআন শেখা কোনো একদিন শেষ হয়ে যাওয়ার project নয়। আজ আপনি হরফ শিখছেন। এরপর তিলাওয়াত ঠিক করছেন। তারপর অর্থ বুঝছেন। এরপর একটি আয়াত জীবনে প্রয়োগ করছেন। বহু বছর পরও সেই একই কুরআনের সামনে বসে নতুন কিছু শিখবেন। এটাই এই সম্পর্কের সৌন্দর্য।

তাই খুব সহজ করে শুরু করতে চাইলে প্রতিদিনের জন্য ১৫ মিনিটের একটি ছোট অভ্যাস করতে পারেন। প্রথম ৫ মিনিট তিলাওয়াত করুন বা শুদ্ধ পড়া শিখুন। পরের ৫ মিনিট যে আয়াতগুলো পড়েছেন তার বাংলা অর্থ দেখুন। শেষ ৫ মিনিট একটি আয়াত নিয়ে ভাবুন, আজ এর একটি শিক্ষা কীভাবে জীবনে আনা যায়।

কোনো দিন ১৫ মিনিটও সম্ভব না হলে পুরোটা বাদ দেবেন না। যতটুকু পারেন, ততটুকু করুন। উদ্দেশ্য নিখুঁত routine বানানো নয়, উদ্দেশ্য কুরআনের কাছে নিয়মিত ফিরে আসার মানুষ হওয়া।

আর মনে রাখবেন, কুরআন খুললেই প্রতিদিন চোখে পানি আসবে না। প্রতিদিন গভীর অনুভূতিও হবে না। কোনো দিন খুব মন দিয়ে পড়বেন, কোনো দিন মন বসবে না। কোনো আয়াত সঙ্গে সঙ্গে বুঝবেন, কোনো আয়াত বুঝতে সময় লাগবে। সম্পর্কের সত্যতা শুধু আবেগের তীব্রতায় মাপা হয় না। অনুভূতি কম থাকলেও আল্লাহর কালামের কাছে ফিরে আসতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

হয়তো আজ কুরআন আপনার কাছে এমন একটি কিতাব, যাকে আপনি অনেক সম্মান করেন, কিন্তু খুব কাছ থেকে এখনো চেনেন না। ধীরে ধীরে এমন জায়গায় পৌঁছানোই লক্ষ্য, যেখানে ভয় পেলে কুরআনের কথা মনে পড়ে, সিদ্ধান্তে দ্বিধা হলে আল্লাহর নির্দেশ খুঁজতে ইচ্ছা করে, ভুল করলে তাওবার আয়াত মনে পড়ে, আর সুখ পেলে কৃতজ্ঞতার ভাষাও কুরআন থেকে শিখতে থাকেন।

তখন কুরআন শুধু তাকের ওপর রাখা সম্মানিত একটি কিতাব থাকবে না। এটা আপনার চিন্তা, ভয়, আশা, সিদ্ধান্ত এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার পথনির্দেশ হয়ে উঠবে।

আজ খুব বড় কিছু দিয়ে শুরু করতে হবে না। কুরআন খুলুন। অল্প পড়ুন। অর্থ দেখুন। একটি আয়াতের সামনে একটু থামুন। তারপর নিজের কাছে শুধু এই প্রশ্নটা রাখুন:

“এই আয়াত জানার পর আজকের আমি কি আগের মতোই থাকব?”

আল্লাহ আমাদের কুরআন সঠিকভাবে তিলাওয়াত করতে, বুঝতে এবং জীবনে ধারণ করতে তাওফিক দিন। কুরআনকে আমাদের অন্তরের আলো, জীবনের পথনির্দেশ এবং তাঁর নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

অধ্যায় ৫ · NE-001

সব গুনাহ একসঙ্গে ছাড়তে পারছি না। বারবার একই ভুলে ফিরে গেলে কীভাবে পরিবর্তন শুরু করব?

হয়তো আপনি সত্যিই বদলাতে চান। কোনো একটা গুনাহ করার পর খুব খারাপ লাগে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, মনে মনে বলেন, “এবার আর করব না।” কয়েকদিন ভালোও থাকেন। তারপর হঠাৎ একদিন আবার সেই একই ভুল। তখন গুনাহের কষ্টের সঙ্গে আরেকটা ভয় যোগ হয়, “আমি এতবার তাওবা করেও আবার ফিরে যাই। আল্লাহ কি আমাকে আর ক্ষমা করবেন? আমার তাওবাই কি তাহলে সত্যি ছিল না?”

এই জায়গায় অনেক মানুষ ধীরে ধীরে হাল ছেড়ে দেয়। প্রথমে গুনাহের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল, পরে নিজের সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, “আমি এমনই। আমার দ্বারা হবে না।” অথচ কুরআন মুমিনকে এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখায় না, যে কখনো ভুলই করবে না। বরং ভুল হয়ে গেলে সে কী করে, কোনদিকে ফিরে যায়, সেটাও তার পথচলার অংশ।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের ওপর জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় এবং জেনেশুনে সেই গুনাহের ওপর অটল থাকে না।
> সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫

খেয়াল করুন, ভুল হওয়ার পরও আল্লাহর দিকে ফিরে আসার দরজা আছে। কিন্তু আয়াতটি একই সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও শেখায়, গুনাহকে আঁকড়ে ধরে থাকা যাবে না। অর্থাৎ “ভুল হয়েছে” আর “আমি ভুলটাকেই জীবন বানিয়ে নিয়েছি” এক জিনিস নয়।

তাই প্রথমে তাওবাটা ঠিকভাবে বুঝুন। সত্যিকারের তাওবার মূল হলো গুনাহ ছেড়ে দেওয়া, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং আবার না ফেরার সত্যিকারের সংকল্প করা। আর সেই গুনাহে যদি কোনো মানুষের হক নষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে যতটা সম্ভব সেই হক ফিরিয়ে দেওয়া বা অন্যায় সংশোধনের দায়িত্বও থাকে।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে। আপনি তাওবার সময় সত্যিই গুনাহ ছাড়তে চেয়েছিলেন, ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পর দুর্বল হয়ে আবার সেই একই গুনাহ হয়ে গেল। তাহলে?

আবার তাওবা করবেন।

> হাদিসের অর্থ
>
> সহিহ মুসলিমে এমন এক বান্দার কথা এসেছে, যে গুনাহ করার পর তার রবের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, পরে আবার গুনাহ হয়েছে এবং আবারও ক্ষমা চেয়েছে। সে জানত তার একজন রব আছেন, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের হিসাবও নেন।
> সহিহ মুসলিম, ২৭৫৮

এই হাদিসের অর্থ কখনোই এই নয় যে, “গুনাহ করতেই থাকি, পরে তাওবা করে নেব।” বরং শিক্ষা হলো, আন্তরিকভাবে ফিরে আসতে থাকা মানুষের জন্য হতাশার দরজা খোলা নেই। পড়ে গেছেন বলে পড়ে থাকবেন না।

শয়তান অনেক সময় দুইভাবে মানুষকে হারাতে চায়। প্রথমে বলে, “একবার করলে কী হবে?” গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর আবার বলে, “এখন আর তোমার তাওবা করে লাভ কী?” প্রথম কথাটা আপনাকে গুনাহে নেয়, দ্বিতীয় কথাটা আল্লাহর কাছ থেকে দূরে রাখে।

দুটোর কোনোটাই শুনবেন না।

তবে শুধু প্রতিবার গুনাহের পরে কাঁদলেই সমস্যার পুরো সমাধান হয় না। কারণ অনেক গুনাহের একটা pattern থাকে। আপনি হয়তো একই কথা বারবার বলছেন, “এবার আর করব না”, কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে প্রতিবার গুনাহের কাছে পৌঁছান, সেই রাস্তা আগের মতোই খোলা রেখেছেন।

তাই গুনাহের পরের পাঁচ মিনিটের পাশাপাশি গুনাহের আগের দশ মিনিটও খুঁজে দেখুন।

কখন এটা বেশি হয়? রাত গভীর হলে? একা থাকলে? মন খারাপ হলে? নির্দিষ্ট মানুষের সঙ্গে থাকলে? কোনো particular app খুললে? কোনো account, conversation, জায়গা বা অভ্যাস কি আপনাকে বারবার একই দিকে নিয়ে যায়? কারণ অনেক সময় গুনাহ শুধু একটি মুহূর্তের সিদ্ধান্ত নয়, তার আগে ছোট ছোট কয়েকটি দরজা খোলা হয়েছিল।

তাওবাকে রক্ষা করতে তাই কখনো বাস্তব দরজাও বন্ধ করতে হয়। কোনো account unfollow করতে হতে পারে। কোনো app মুছে ফেলতে হতে পারে। কোনো সম্পর্কের সীমা ঠিক করতে হতে পারে। কোনো gathering থেকে নিজেকে সরাতে হতে পারে। ফোন ব্যবহারের সময় বদলাতে হতে পারে। মানুষের হক নষ্ট হলে সেই অন্যায় সংশোধনের সঠিক পথ খুঁজতে হতে পারে।

শুধু “আমি আর করব না” বলার পাশাপাশি “আমি যেন সেখানে পৌঁছাতেই না পারি” এমন ব্যবস্থাও তৈরি করুন।

এখানে আরেকটা confusion হয়। “আমার তো অনেক গুনাহ। সব একসঙ্গে কীভাবে ছাড়ব?”

প্রথমে পরিষ্কার থাকুন, কোনো গুনাহকেই বৈধ বা স্বাভাবিক ধরে রেখে দেওয়া যাবে না। সব গুনাহ থেকেই তাওবা করতে হবে এবং সম্ভব হলে এখনই ছেড়ে দিতে হবে। বিশেষ করে ফরজ ছেড়ে দেওয়া, বড় গুনাহ, চলমান হারাম সম্পর্ক বা মানুষের হকের বিষয়কে “পরে ধীরে ধীরে দেখব” বলে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

তবে অভ্যাস পরিবর্তনের practical কাজ করতে গিয়ে একটি বা দুটি দুর্বল জায়গায় বিশেষভাবে focus করা যেতে পারে। কোন trigger বারবার আপনাকে ফেলছে, কোন environment বদলানো দরকার, কোন routine ভাঙতে হবে, এগুলো একে একে শক্ত করুন। এর মানে বাকি গুনাহের অনুমতি দেওয়া নয়, বরং পরিবর্তনকে বাস্তবভাবে সংগঠিত করা।

আর এই পুরো লড়াইয়ের মধ্যে সালাতকে শক্ত করে ধরে রাখুন। গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর অনেকের নামাজ পড়তেই লজ্জা লাগে। মনে হয়, “এত গুনাহ করি, আবার কী মুখে আল্লাহর সামনে দাঁড়াব?”

কিন্তু ভেবে দেখুন, তখন নামাজ ছেড়ে দিলে কী হলো? একটা গুনাহের পর আপনি আরেকটা বড় ক্ষতির দিকে এগোলেন। আপনার তো আল্লাহর কাছে ফিরে আসার প্রয়োজন এখন আরও বেশি। তাই গুনাহ হয়েছে বলে সালাত ছেড়ে দেবেন না, কুরআন বন্ধ করবেন না, দু’আ করা থেকে পালাবেন না।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন।”
> সূরা আয যুমার, ৩৯:৫৩

এই আয়াতকে গুনাহ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি হিসেবে পড়বেন না। ফিরে আসার সাহস হিসেবে পড়ুন। কারণ পরের আয়াতেই আল্লাহ তাঁর দিকে ফিরে আসতে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন।

আর গুনাহের জায়গাটা খালি রাখবেন না। কোনো হারাম content বাদ দিলেন, সেই সময়টাকে ভালো কিছু দিয়ে ভরুন। খারাপ সঙ্গ কমালেন, ভালো সঙ্গ তৈরি করুন। রাতে এমন একটা routine ছিল যা আপনাকে গুনাহে নিয়ে যেত, সেই সময় ঘুম, কুরআন, পড়াশোনা বা উপকারী কোনো কাজ বসান। কারণ আপনি শুধু একটা কাজ বন্ধ করছেন না, নিজের জীবন চলার একটা রাস্তা বদলাচ্ছেন।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ তাওবা, ঈমান ও সৎকর্মের এমন ফলের কথা বলেছেন যে কিছু মানুষের মন্দ কাজগুলোও তিনি ভালো কাজে পরিবর্তন করে দেন।
> সূরা আল ফুরকান, ২৫:৭০

যে অতীতের দিকে তাকিয়ে আজ আপনার শুধু লজ্জা লাগে, সত্যিকারের তাওবা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই অতীতই একদিন আল্লাহর রহমত বোঝার কারণ হতে পারে।

তবে দুইটা চরম অবস্থার কোনোটাতেই যাবেন না। আবার গুনাহ হয়ে গেলে বলবেন না, “সব চেষ্টা বৃথা, আমি আর পারব না।” আবার এটাও ভাববেন না, “সমস্যা নেই, পরে আবার তাওবা করব।” প্রথমটা হতাশা, দ্বিতীয়টা গুনাহকে হালকা করে দেখা।

বরং প্রতিবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, “এবার আমি কোথায় দুর্বল হয়েছিলাম?”

ধরুন দশদিন কোনো গুনাহ থেকে দূরে ছিলেন, একাদশ দিনে আবার পড়ে গেলেন। শুধু “আমি আবার ব্যর্থ” বলবেন না। দেখুন, সেই দশদিন কী আপনাকে রক্ষা করেছিল? একাদশ দিনে কী বদলেছিল? পুরোনো trigger ফিরে এসেছিল? কোনো দরজা আবার খুলেছিলেন? এই বোঝাপড়াই পরেরবার আপনার প্রতিরক্ষা আরও শক্ত করতে পারে।

নিজের চেষ্টা যাচাই করতে পারেন। Trigger কি আগের চেয়ে আগে চিনতে পারছেন? গুনাহের সুযোগগুলো কি বন্ধ করছেন? পড়ে গেলে আগের চেয়ে দ্রুত তাওবা করছেন? আগে যে ভুল নিয়ে কোনো অস্বস্তিই ছিল না, এখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন? এগুলো কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত হতে পারে। তবে লক্ষ্য কখনো “গুনাহ একটু কম করলেই চলবে” নয়। লক্ষ্য হলো আল্লাহর সাহায্যে সেই গুনাহ থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসা।

আজ চাইলে পাঁচটি কাজ দিয়ে শুরু করুন:

১. যে গুনাহটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে, সেটাকে নিজের কাছে সত্যি নামে চিনুন। অজুহাত দিয়ে ছোট করবেন না।

২. আল্লাহর কাছে আন্তরিক তাওবা করুন। গুনাহ ছাড়ুন, অনুতপ্ত হন, আর না ফেরার সত্যিকারের সংকল্প করুন। মানুষের হক থাকলে তা সংশোধনের দায়িত্বও নিন।

৩. আপনার প্রধান triggerগুলো লিখে ফেলুন। কখন, কোথায়, কার সঙ্গে বা কী অবস্থায় দুর্বল হন, সেটা বুঝুন।

৪. আজই অন্তত একটি বাস্তব দরজা বন্ধ করুন। শুধু সিদ্ধান্ত নয়, environment-এও পরিবর্তন আনুন।

৫. আবার পড়ে গেলে দ্রুত ফিরে আসুন। “আগামী সোমবার”, “পরের মাস”, “রমাদান এলে” নয়। তাওবার জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হলো, যখন বুঝেছেন আপনি ভুল করেছেন।

আর পরিবর্তন আসতে শুরু করলে নিজের ওপর মুগ্ধ হয়ে যাবেন না। “আমি এখন ওই গুনাহ করি না, ওরা এখনো করে” এই ভাবনা আরেকটি অন্তরের রোগ তৈরি করতে পারে। বরং মনে রাখুন, আল্লাহ সাহায্য না করলে আপনি আবারও দুর্বল হয়ে যেতে পারেন। তাই গুনাহ থেকে দূরে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ও বাড়ুক।

হয়তো আপনার এই লড়াইটা এক সপ্তাহের নয়। কোনো কোনো অভ্যাস থেকে বের হতে সময়, environment change, accountability এবং অনেকবার নতুন করে চেষ্টা লাগতে পারে। কিন্তু যত দীর্ঘই হোক, একটা জিনিসকে কখনো স্বাভাবিক হতে দেবেন না, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা বন্ধ করে দেওয়া।

কারণ আপনার সবচেয়ে বড় পরাজয় শুধু পড়ে যাওয়া নয়।

সবচেয়ে বড় পরাজয় হবে, একদিন পড়ে গিয়ে মনে করা, “এবার আর ওঠার দরকার নেই।”

আল্লাহ আমাদের গুনাহকে সত্যিকারভাবে চিনতে, আন্তরিক তাওবা করতে এবং তাওবার ওপর স্থির থাকতে সাহায্য করুন। যে দরজাগুলো আমাদের তাঁর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় সেগুলো বন্ধ করার শক্তি দিন এবং আমাদের অতীতকে তাঁর রহমত ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সুন্দর করে দিন। আমিন।

অধ্যায় ৬ · NE-001

আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার পথে কোন আমলগুলো আগে আনব?

দ্বীনের দিকে মন আসার পর একটা সুন্দর ইচ্ছা জন্মায়, “আমি এমন কী করতে পারি, যাতে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন?” তখন কেউ তাহাজ্জুদ শুরু করতে চান, কেউ অনেক যিকির করতে চান, কেউ প্রতিদিন অনেক কুরআন পড়ার লক্ষ্য নেন। ইচ্ছাটা সুন্দর। কিন্তু এখানেই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে, আল্লাহর নৈকট্যের পথে কি সব আমলের গুরুত্ব একই?

ধরুন আপনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ফজর প্রায়ই নষ্ট হচ্ছে। অনেক নফল যিকির করছেন, অথচ কারও পাওনা টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। কুরআন পড়ছেন, কিন্তু ঘরের মানুষের সঙ্গে কথায় বারবার কষ্ট দিচ্ছেন। তখন সমস্যা এই নয় যে ভালো আমল করছেন। সমস্যা হলো, যেটা আগে ঠিক হওয়ার কথা ছিল, সেটা রেখে পরের ধাপে চলে গেছেন।

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদিসে কুদসিতে জানিয়েছেন, আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের জন্য এমন কোনো কিছু করে না, যা আমার কাছে তার ওপর ফরজ করা আমলের চেয়ে বেশি প্রিয়। এরপর সে নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি।”
> সহিহ আল বুখারি, ৬৫০২

এই হাদিসটাই আমাদের priority ঠিক করে দেয়। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার যাত্রা প্রথমে নফল দিয়ে নয়, ফরজ দিয়ে শুরু হয়।

তাই প্রথমে নিজের জীবনের ফরজ দায়িত্বগুলোর দিকে তাকান। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কেমন চলছে? রমাদানের রোজা? যাকাত ফরজ হলে তা আদায় হচ্ছে? আপনার জীবনে এমন কোনো স্পষ্ট হারাম আছে কি, যেটা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা না করেই শুধু নতুন নতুন নফল যোগ করছেন? মা বাবা, স্বামী স্ত্রী, সন্তান, ঋণদাতা কিংবা অন্য কারও হক আপনার ওপর পড়ে আছে কি?

অনেক সময় এমন আমল আমাদের বেশি ভালো লাগে যেগুলো করলে নিজেকে খুব ধার্মিক মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার পথ সবসময় সেই অনুভূতির মতো আরামদায়ক হয় না। কখনো আল্লাহর নৈকট্য মানে ঘুম থেকে উঠে ফজর আদায় করা। কখনো কারও পাওনা ফেরত দেওয়া। কখনো চলমান অন্যায় বন্ধ করা। কখনো এমন একটি হারাম সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসা, যেটা ছাড়তে হৃদয়ের খুব কষ্ট হচ্ছে।

তাই আল্লাহর প্রিয় হওয়ার পথে প্রথম প্রশ্নটা শুধু “আর কী আমল করব?” নয়। বরং, “আল্লাহ ইতিমধ্যে আমার ওপর যা আবশ্যক করেছেন, সেগুলোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন?”

এরপর আসে আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অনুসরণ করা। কারণ শুধু নিজের পছন্দমতো অনেক ইবাদত করলেই আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেছেন,

> আয়াতের অর্থ
>
> “বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন।”
> সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১

খেয়াল করুন, আল্লাহর ভালোবাসা চাওয়ার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণকে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে। তাই কোনো আমল খুব emotional বা সুন্দর মনে হচ্ছে বলেই সেটাকে দ্বীনের অংশ ধরে নেব না। চেষ্টা করব, আমার সালাত, যিকির, দু‘আ, ইবাদত এবং জীবনযাপনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শেখানো পথকে অনুসরণ করতে।

এরপর আসে হারাম থেকে ফিরে আসা এবং তাওবা। শুধু ভালো কাজ যোগ করলেই জীবন বদলায় না, কিছু দরজাও বন্ধ করতে হয়। একজন মানুষ অনেক নফল ইবাদত করছেন, কিন্তু একই সঙ্গে কোনো গুনাহকে জেনেশুনে আঁকড়ে ধরে আছেন এবং ছাড়ার চেষ্টাই করছেন না, তাহলে তার যাত্রায় বড় একটা ফাঁক থেকে যায়।

> আয়াতের অর্থ
>
> তবে এখানেও একটা ভুল ধারণা রাখবেন না। আল্লাহর প্রিয় বান্দা মানে এমন কেউ নয়, যার জীবনে আর কখনো ভুল হয় না। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্রতা অর্জন করে তাদের ভালোবাসেন।”
> সূরা আল বাকারা, ২:২২২

অর্থাৎ পড়ে যাওয়ার পর ফিরে আসা, নিজের ভুল স্বীকার করা, তাওবা করা এবং আবার চেষ্টা করাও আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পথের অংশ। আপনার অতীত আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে চিরদিনের জন্য বাইরে ফেলে দেয় না।

ফরজ ও হারাম হালাল নিয়ে নিজের ভিত্তিটা গুছিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ধীরে ধীরে ছোট কিন্তু নিয়মিত নফল আমল যোগ করুন। এখানে আমরা অনেক সময় নিজের ওপর এমন routine চাপিয়ে দিই যা কয়েকদিনের বেশি টেকে না। অনেক পৃষ্ঠা কুরআন, দীর্ঘ তাহাজ্জুদ, অসংখ্য যিকির, অনেক lecture সব একসঙ্গে শুরু করি। কয়েকদিন পর শরীর ও মন দুটোই ক্লান্ত হয়ে যায়।

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যে আমল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প।
> সহিহ আল বুখারি, ৬৪৬৫

তাই শুরুটা ছোট হতে পারে। প্রতিদিন কয়েক মিনিট কুরআন। কিছু সহিহ সকাল সন্ধ্যার যিকির। সুযোগ অনুযায়ী দুহা বা তাহাজ্জুদ। নিয়মিত সামান্য সদকা বা কারও নীরব উপকার। এমন আমল বেছে নিন যেটা দুদিনের আবেগ না হয়ে ধীরে ধীরে আপনার জীবনের অংশ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া শুধু জায়নামাজের ওপর ঘটে না। আপনার চরিত্রেও তার প্রমাণ দেখা উচিত।

> আয়াতের অর্থ
>
> কুরআনে আল্লাহ মুত্তাকি, মুহসিন, ধৈর্যশীল, তাঁর ওপর ভরসাকারী এবং ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসার কথা বলেছেন। যেমন রাগ সংবরণ করা এবং মানুষকে ক্ষমা করার কথা বলার পর আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।” সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৪

তাই আপনি অনেক ইবাদত করছেন, কিন্তু রাগের সময় মানুষকে ভেঙে দিচ্ছেন, পরিবারের মানুষ আপনার ভাষায় কষ্ট পাচ্ছে, কারও ভুল ক্ষমা করতে পারছেন না, নিজের আমল নিয়ে অন্যকে ছোট মনে হচ্ছে, তাহলে শুধু নফল বাড়ানোর আগে চরিত্রের দিকেও তাকাতে হবে।

হয়তো রাগের সময় আপনার মুখে একটা কঠিন কথা চলে এসেছিল। আপনি বলতে পারতেন। কেউ আপনাকে থামাতও না। কিন্তু শুধু আল্লাহর জন্য চুপ করলেন। কেউ জানল না, কেউ প্রশংসা করল না। অথচ সেই কয়েক সেকেন্ডের আত্মসংযমও হয়তো আপনার জীবনের খুব মূল্যবান আমল হয়ে গেল।

এজন্য কিছু গোপন আমলও রাখুন। এমন কিছু, যার কথা শুধু আপনি আর আল্লাহ জানেন। কাউকে না জানিয়ে কারও জন্য দু’আ করলেন। নিঃশব্দে কাউকে সাহায্য করলেন। রাতে কয়েক রাকাত নফল সালাত পড়লেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধু আল্লাহর ভয়েই একটি গুনাহ থেকে ফিরে এলেন। সব ভালো কাজ মানুষকে জানাতে হয় না।

আর সবকিছুর ভেতরে নিয়তকে বারবার যাচাই করুন। “আমি আল্লাহর প্রিয় হতে চাই” কথাটা যেন ধীরে ধীরে “আমি অন্যদের চেয়ে ভালো হতে চাই” হয়ে না যায়। আপনি ভালো কোনো কাজ করতে পারলে মনে রাখুন, এটা শুধু আপনার যোগ্যতা নয়, আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিয়েছেন।

দ্বীন বাড়ার সঙ্গে যদি অহংকারও বাড়ে, তাহলে নিজের ভেতরে আবার তাকানো দরকার। সত্যিকারের পরিবর্তন মানুষকে আল্লাহর সামনে আরও বিনয়ী করে। অন্যের গুনাহ দেখে নিজের নিরাপত্তার অনুভূতি নয়, বরং নিজের জন্যও আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন আরও বেশি অনুভব করায়।

তাহলে খুব সহজ করে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার পথটা কীভাবে গুছিয়ে নেবেন?

প্রথমে ফরজগুলো রক্ষা করুন। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং আপনার ওপর থাকা অন্যান্য আবশ্যিক দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ শিখুন। নিজের পছন্দ নয়, তাঁর শেখানো পথে ইবাদত ও জীবন গড়ার চেষ্টা করুন।

হারাম থেকে বের হন এবং তাওবা ধরে রাখুন। যে গুনাহগুলো আল্লাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক দুর্বল করছে, সেগুলোর দরজা বাস্তবভাবে বন্ধ করুন।

মানুষের হক ও চরিত্র ঠিক করুন। আপনার দ্বীন যেন পরিবার, কথা, লেনদেন, রাগ, ক্ষমা ও দায়িত্ববোধেও দেখা যায়।

ছোট কিন্তু নিয়মিত নফল আমল যোগ করুন। এমন কিছু, যা দীর্ঘদিন ধরে রাখা সম্ভব।

আর সবকিছুর ভেতরে নিয়ত, বিনয় ও আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করুন।

আজ নিজের জন্য চারটি প্রশ্ন লিখে রাখতে পারেন। আমার ফরজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল জায়গা কোনটি? এমন কোনো চলমান হারাম বা মানুষের হক আছে কি, যা এখনই ঠিক করা দরকার? আমার চরিত্রের কোন একটি দোষ সবচেয়ে বেশি মানুষকে কষ্ট দেয়? আর কোন একটি ছোট ভালো আমল আমি আগামী এক মাস নিয়মিত রাখতে পারি?

এই চারটি প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় বিশটা নতুন আমলের তালিকার চেয়ে আপনার জন্য বেশি উপকারী হবে।

আল্লাহর প্রিয় হওয়া কোনো checklist শেষ করার নাম নয়। এটা প্রতিদিনের সম্পর্ক। কোনো দিন ফরজ রক্ষা করে তাঁর কাছে এগোবেন, কোনো দিন ভুল করে তাওবা করে ফিরবেন, কোনো দিন কাউকে ক্ষমা করবেন, কোনো দিন গোপনে ভালো কিছু করবেন, কোনো দিন মন না চাইলেও কুরআনের কাছে ফিরে বসবেন।

হয়তো আপনার আমল এখন খুব বেশি নয়। কিন্তু আপনি ফরজকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পথ শিখছেন, হারাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন, মানুষের হক নিয়ে ভয় পাচ্ছেন এবং অল্প হলেও কিছু ভালো কাজ নিয়মিত করছেন।

তাহলে আজ শুধু এই প্রশ্ন করবেন না,

“আমি কত আমল করছি?”

বরং জিজ্ঞেস করুন,

“আমি যা করছি, সেটা কি সত্যিই আমাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাচ্ছে?”

আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তাঁর ফরজগুলো যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পথ অনুসরণ করতে, গুনাহ হলে দ্রুত ফিরে আসতে, মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে এবং অল্প হলেও আন্তরিক আমলে অবিচল থাকতে তাওফিক দিন। আমাদের আমল কবুল করুন এবং তাঁর ভালোবাসা লাভের সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

অধ্যায় ৭ · NE-001

ভালো পরিবেশ ও ভালো সঙ্গ কেন দ্বীনের পথে এত জরুরি?

আপনি সত্যিই বদলাতে চাইছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক করার চেষ্টা করছেন, কুরআন পড়ছেন, কিছু পুরোনো গুনাহ থেকেও বের হতে চাইছেন। কিন্তু দিনের একটা সময় এমন আসে, যখন আপনি আবার সেই পুরোনো মানুষগুলোর মধ্যে, পুরোনো কথাবার্তার মধ্যে, পুরোনো অভ্যাসের মধ্যে ফিরে যান। কেউ নামাজ দেরি হওয়াকে খুব স্বাভাবিকভাবে নেয়, কেউ গীবত শুরু করে, কেউ হারাম সম্পর্ক নিয়ে হাসাহাসি করে। আর কিছুদিন পর আপনি খেয়াল করেন, যেটা নিয়ে আগে ভেতরে অস্বস্তি হতো, এখন সেটাই আর ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না।

তখন প্রশ্ন আসে, “আমি তো বদলাতে চাই। তবু বারবার আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি কেন?”

কারণ মানুষ শুধু নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তৈরি হয় না। আমরা যাদের সঙ্গে থাকি, যেসব কথা প্রতিদিন শুনি, যে পরিবেশে সময় কাটাই, সেগুলোও নীরবে আমাদের চিন্তা, পছন্দ, ভাষা ও দ্বীনের প্রতি মনোভাব বদলাতে থাকে।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেছেন, “নিজেকে তাদের সঙ্গে ধৈর্যসহকারে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।”
> সূরা আল কাহফ, ১৮:২৮

খেয়াল করুন, এখানে শুধু ভালো হওয়ার কথা নয়, এমন মানুষদের সঙ্গে থাকার কথাও এসেছে। কারণ অনেক সময় যে পরিবর্তনটা একা ধরে রাখা কঠিন, সঠিক পরিবেশ সেটাকে সহজ করে দেয়।

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দ্বীনের ওপর থাকে। তাই তোমাদের প্রত্যেকে দেখে নিক, সে কাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাচ্ছে।”
> সুনান আবু দাউদ, ৪৮৩৩

এর মানে এই নয় যে বন্ধুর প্রতিটি কাজ আপনি হুবহু নকল করবেন। বরং ঘনিষ্ঠ সঙ্গ মানুষের ভেতরের “কোনটা স্বাভাবিক” সেই ধারণাটাই বদলে দিতে পারে। আপনি হয়তো কোনো গুনাহ প্রথমবার দেখে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। কিন্তু আপনার কাছের মানুষরা যদি সেটাকে প্রতিদিন স্বাভাবিক বলে, তাতে হাসে, আপনাকেও টেনে নেয়, একসময় সেই অস্বস্তি কমে যেতে পারে।

আবার উল্টোটাও সত্য। এমন একজন মানুষ, যে আযান হলে বলে, “চলো আগে নামাজটা পড়ে নিই।” আপনি গীবত শুরু করলে যে গল্পে আরও কিছু যোগ না করে কথাটা ঘুরিয়ে দেয়। আপনি হতাশ হলে যে শুধু “চিন্তা করো না” না বলে আল্লাহর কথাও মনে করিয়ে দেয়। সে প্রতিদিন lecture না দিলেও তার পাশে থাকলে ভালো থাকা একটু সহজ হয়ে যায়।

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালো ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ দিয়েছেন সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের হাপরের সঙ্গে। ভালো সঙ্গীর কাছ থেকে আপনি উপকার পাবেন বা অন্তত সুগন্ধ পাবেন, আর খারাপ সঙ্গের ক্ষতি সরাসরি না হলেও তার প্রভাব আপনার ওপর পড়তে পারে।
> সহিহ আল বুখারি, ২১০১

কখনো এই প্রভাবটা খুব ধীরে আসে। কয়েক মাস পর দেখলেন আপনার ভাষা বদলে গেছে, কী নিয়ে হাসেন সেটা বদলেছে, কোন গুনাহকে বড় মনে হয় সেটা বদলেছে, এমনকি দ্বীন নিয়ে আপনার seriousness-ও বদলে গেছে।

তাই বন্ধু বেছে নেওয়ার সময় শুধু “মানুষটা আমার সঙ্গে ভালো” এটুকু দেখবেন না। আরেকটা প্রশ্নও করবেন, “এই মানুষটার খুব কাছে থাকতে থাকতে আমি কোনদিকে যাচ্ছি?”

তবে ভালো বন্ধু মানে নিখুঁত মানুষ নয়। এমন মানুষ খুঁজতে গেলে হয়তো কাউকেই পাবেন না। একজন ভালো বন্ধু নিজেও ভুল করতে পারে, ঈমানে দুর্বল হতে পারে, কখনো গুনাহেও পড়ে যেতে পারে। আসল পার্থক্য হলো তার direction কোথায়। ভুল হলে সে ফিরে আসতে চায়, নাকি ভুলটাকেই ঠিক প্রমাণ করতে চায়? সে আপনাকে সালাত, সততা ও পবিত্রতার দিকে সাহায্য করে, নাকি আল্লাহর অবাধ্যতাকে ধীরে ধীরে সহজ করে দেয়?

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।”
> সূরা আত তাওবা, ৯:১১৯

আজকের বাস্তবতায় এই নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ আছে, আমাদের digital environment। আপনার সঙ্গ শুধু সামনে বসে থাকা মানুষ নয়। আপনি কাদের content প্রতিদিন দেখছেন, কার কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনছেন, কোন group chat-এ থাকছেন, কী ধরনের reels বারবার দেখছেন, এগুলোও আপনার ভেতরের স্বাভাবিকতার ধারণাকে প্রভাবিত করে।

তাই শুধু “আমার বন্ধুরা কেমন?” প্রশ্ন করবেন না। “আমার feed কেমন?” এটাও দেখুন।

ফোন খুললে আপনার অন্তর কোথায় যায়? উপকারী জ্ঞান, ভালো চরিত্র ও আল্লাহর স্মরণের দিকে, নাকি comparison, অশ্লীলতা, গীবত, অহংকার, সময় নষ্ট আর অস্থিরতার দিকে? কোনো account যদি বারবার আপনাকে এমন দিকে টেনে নেয় যেখান থেকে আপনি বের হতে চাইছেন, তাহলে unfollow করাও environment বদলানোর বাস্তব একটা পদক্ষেপ হতে পারে।

এর মানে এই নয় যে দ্বীনের পথে আসার পর পুরোনো সব মানুষকে একদিনে জীবন থেকে কেটে ফেলতে হবে। সৎ সঙ্গ বেছে নেওয়া মানে অন্যদের সঙ্গে রূঢ় বা অন্যায় আচরণ করা নয়। পরিবার, আত্মীয়তা, দায়িত্ব ও মানুষের হক আছে। কোনো বন্ধুও শুধু তার দুর্বলতার কারণে "খারাপ মানুষ" হয়ে যায় না।

বরং প্রথমে নিজের সীমা তৈরি করুন। যে gathering-এ প্রতিবার গুনাহ হয়, সেখানে কম থাকুন। কথার বিষয় বদলানোর চেষ্টা করুন। ভালোভাবে নসিহত করার সুযোগ থাকলে করুন। কিন্তু কোনো সম্পর্ক যদি বারবার আপনার সালাত, পবিত্রতা, ঈমান বা চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না, তাহলে প্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি করাও বুদ্ধিমানের কাজ।

আর শুধু ক্ষতিকর সঙ্গ কমালেই হবে না, ভালো সঙ্গের জায়গাটাও পূরণ করতে হবে। নইলে একাকীত্ব আবার পুরোনো পরিবেশে ফিরিয়ে নিতে পারে।

আপনার চারপাশে খুব দ্বীনদার বন্ধু না থাকলেও ছোট করে শুরু করুন। নির্ভরযোগ্য কোনো ইসলামিক class, sisters বা brothers study circle, ভালো শিক্ষক, উপকারী learning community, কিংবা একজন এমন মানুষ যার সঙ্গে সপ্তাহে অন্তত একবার দ্বীন নিয়ে কথা বলতে পারেন। অনেক মানুষ দরকার হয় না। কখনো একজন সত্যিকারের ভালো সঙ্গীও জীবনের direction বদলে দিতে পারে।

নিজের ঘরকেও environment বানান। সালাতের সময় যেন গুরুত্ব পায়। কুরআন যেন শুধু তাকের ওপর রাখা না থাকে। পরিবারের মানুষের সঙ্গে মাঝে মাঝে শেখা কোনো আয়াত বা হাদিস নিয়ে কথা বলুন। সবকিছু একদিনে বদলাতে হবে না। ছোট ছোট signal তৈরি করুন, যাতে ঘর আপনাকে আল্লাহকে ভুলিয়ে না দিয়ে মনে করিয়ে দেয়।

> আয়াতের অর্থ
>
> কুরআন কিয়ামতের দিনের এক গভীর অনুশোচনার কথা শুনিয়েছে। একজন মানুষ আফসোস করে বলবে, সে যদি অমুককে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করত, কারণ সেই সঙ্গ তাকে উপদেশ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।
> সূরা আল ফুরকান, ২৫:২৭–২৯

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ আরও বলেছেন, “সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, মুত্তাকিরা ছাড়া।”
> সূরা আয যুখরুফ, ৪৩:৬৭

বন্ধুত্ব তাই শুধু আজকের হাসি, আড্ডা আর স্মৃতির বিষয় নয়। কিছু সম্পর্কের প্রভাব আখিরাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

আজ আপনার environment একবার সত্যি করে দেখুন। যাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান, তারা আপনাকে কোনদিকে টানছে? আপনার feed কী শেখাচ্ছে? কোন জায়গায় গেলে আপনার ভালো অভ্যাস দুর্বল হয়ে যায়? আর এমন কে আছে, যার কাছে থাকলে আল্লাহকে মনে রাখা একটু সহজ হয়?

তারপর খুব ছোট একটা পরিবর্তন করুন। হয়তো একটি account unfollow করবেন। একটা gathering কমাবেন। একজন ভালো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবেন। নিজের ঘরে প্রতিদিন দশ মিনিটের একটা ভালো পরিবেশ তৈরি করবেন।

সবশেষে শুধু এই প্রশ্ন করবেন না,

“আমার সঙ্গ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?”

আরেকটা প্রশ্নও করুন,

“আমি কি এমন একজন মানুষ, যার সঙ্গে থাকলে অন্য কারও আল্লাহর দিকে হাঁটা একটু সহজ হয়?”

আল্লাহ আমাদের এমন সঙ্গ দান করুন যারা ঈমান, সালাত ও চরিত্রে আমাদের সাহায্য করবে। ক্ষতিকর সঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাব থেকে হেফাজত করুন এবং আমাদেরও এমন মানুষ বানান, যার উপস্থিতি অন্য কাউকে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমিন।

অধ্যায় ৮ · NE-001

ঈমান কখনো বাড়ে, কখনো কমে। মন যখন আর আগের মতো থাকে না, তখন কীভাবে দ্বীনের ওপর টিকে থাকব?

কখনো এমন একটা সময় আসে, যখন দ্বীন খুব কাছে মনে হয়। সালাতে দাঁড়াতে ভালো লাগে, কুরআন পড়লে আয়াতগুলো যেন হৃদয়ে এসে লাগে, কোনো গুনাহের কথা ভাবলেও ভয় হয়। মনে হয়, “এবার সত্যিই বদলে যাব।” কিন্তু কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পর হঠাৎ সবকিছু আর আগের মতো থাকে না। নামাজ পড়ছেন, কিন্তু সেই অনুভূতি নেই। কুরআন খুলতে মন চায় না। দু‘আ করতে বসেও কথা খুঁজে পান না। যে নসিহাহ শুনে আগে অন্তর নরম হয়ে যেত, এখন সেটাও খুব সাধারণ লাগে।

তখন ভেতরে ভয় আসে, “আমার ঈমান কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? আল্লাহ কি আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন?”

> আয়াতের অর্থ
>
> প্রথমে একটা বিষয় বুঝতে হবে, ঈমানের অবস্থা সবসময় একই তীব্রতায় থাকে না। কুরআন নিজেই ঈমান বৃদ্ধির কথা বলেছে। আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করা হলে “তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।”
> সূরা আল আনফাল, ৮:২

তবে এখানেই একটা ভুল করবেন না। আজ নামাজে আগের মতো আবেগ নেই বলে ফজর বাদ যাবে না। কুরআন পড়তে মন চায় না বলে মাসের পর মাস কুরআন থেকে দূরে থাকা স্বাভাবিক হয়ে যাবে না। অনুভূতির ওঠানামা আর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া এক বিষয় নয়।

হাদিসের অর্থ

এই জায়গায় হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা খুব গভীর শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে থাকলে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা তাঁদের অন্তরে এত জীবন্ত হয়ে উঠত, যেন চোখের সামনে দেখছেন। কিন্তু পরিবার ও বৈধ দুনিয়াবি ব্যস্ততায় ফিরে গেলে সেই তীব্র অবস্থা আর একই থাকত না। হানযালা (রা.) এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে বলেছিলেন, "হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।" আবু বকর (রা.)-ও বললেন, তাঁরও এমন হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, মানুষের হৃদয়ের সেই তীব্র আধ্যাত্মিক অবস্থা সবসময় একই মাত্রায় থাকে না।
সহিহ মুসলিম, ২৭৫০

এই হাদিসের শিক্ষা এই নয় যে, "মন না চাইলে দ্বীনেও ঢিল দেওয়া স্বাভাবিক।" বরং শিক্ষা হলো, প্রতিটি মুহূর্তে একই রকম spiritual feeling না থাকা মানেই আপনি মুনাফিক হয়ে গেছেন বা আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন, এমন নয়।

আমরা অনেক সময় ঈমানকে শুধু অনুভূতি দিয়ে মাপি। আজ নামাজে কান্না এসেছে, তাই মনে হয় ঈমান ভালো। কাল কান্না আসেনি, মনে হয় সব শেষ। আজ কোনো নসিহাহ শুনে খুব motivated, কাল motivation নেই, তাই মনে হয় "আমার দ্বারা হবে না।"

কিন্তু দ্বীনের ওপর টিকে থাকার পরীক্ষা অনেক সময় তখনই হয়, যখন মন খুব বেশি কিছু অনুভব করছে না, তবুও আপনি আল্লাহর জন্য সঠিক কাজটা করছেন।

ফজরের alarm বাজল, উঠতে ইচ্ছা করছে না, তবু উঠলেন। কুরআন পড়তে মন নেই, তবু কয়েকটি আয়াত পড়লেন। পুরোনো গুনাহের সুযোগ সামনে এসেছে, নিজের ভেতর খুব শক্তি পাচ্ছেন না, তবু সরে গেলেন। সেই মুহূর্তে হয়তো কোনো বিশেষ আবেগ নেই, কিন্তু আপনি নিজের অনুভূতির ওপর আল্লাহর আনুগত্যকে রাখছেন।

তবে ঈমান দুর্বল লাগলে শুধু "এটা তো স্বাভাবিক" বলে বসে থাকবেন না। একটু খুঁজে দেখুন, কেন এমন হচ্ছে।

গত কয়েক সপ্তাহে সালাত কেমন ছিল? কুরআনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে? কোনো পুরোনো গুনাহ আবার বেড়েছে? ফোন ও social media কি আপনার অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছে? ভালো সঙ্গ কমে গেছে? ঘুম এলোমেলো? শরীর খুব ক্লান্ত? নাকি দ্বীনের শুরুতে নিজের ওপর এত বেশি আমলের চাপ দিয়েছিলেন যে এখন সবকিছুই ভারী লাগছে?

প্রতিটি spiritual low-এর কারণ এক নয়। কখনো অন্তরের সমস্যা, কখনো গুনাহের প্রভাব, কখনো environment, আবার কখনো আপনি সত্যিই খুব ক্লান্ত।

তাই নিজের ওপর একসঙ্গে অনেক কিছু চাপাবেন না। ঈমান দুর্বল লাগার সময় বরং একটা minimum routine ধরে রাখুন, যেটা অনুভূতি কম থাকলেও যতটা সম্ভব ছাড়বেন না।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত। প্রতিদিন অল্প হলেও কুরআনের সঙ্গে যোগাযোগ। কিছু যিকির ও ইস্তিগফার। নিজের পরিচিত গুনাহের trigger থেকে সতর্ক থাকা। আর অন্তরকে দ্বীনের ওপর স্থির রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

এই foundation-গুলোকে mood-এর ওপর ছেড়ে দেবেন না। কারণ অনেক সময় একটা cycle তৈরি হয়। "আজ কুরআন পড়তে মন নেই" বলে পড়লেন না। পরের দিন দূরত্ব আরও বাড়ল। তারপর নামাজেও মন কমে গেল। কিছুদিন পর গুনাহ আগের চেয়ে সহজ মনে হতে শুরু করল।

এই cycle ভাঙতে সবসময় বিশাল কোনো emotional comeback লাগে না। অনেক সময় পরের সালাতটা সময়মতো আদায় করাই comeback-এর শুরু।

ঈমান দুর্বল লাগলে শুধু ভয় ও শাস্তির কথা শুনে নিজেকে আরও ভারী করে ফেলবেন না। সতর্কতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আল্লাহর রহমত, তাঁর ক্ষমা, তাঁর নাম ও গুণাবলি, জান্নাত, তাওবার দরজা এবং তাঁর বান্দার প্রতি দয়ার কথাও পড়ুন। একজন মুমিন ভয় ও আশার মাঝখানে চলে। নিজের গুনাহকে ভয় করে, কিন্তু আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয় না।

কুরআনের ক্ষেত্রেও নিজের জন্য সহজ করুন। বিশ পৃষ্ঠা পড়ার শক্তি নেই? পাঁচ মিনিট বসুন। একটি ছোট সূরা অর্থসহ পড়ুন। একটি আয়াতের সামনে একটু থামুন। হৃদয়কে আবার আল্লাহর কালামের কাছে ফিরিয়ে আনুন।

সালাতেও একইভাবে ছোট পরিবর্তন করুন। আজ শুধু সূরা ফাতিহা একটু ধীরে পড়ুন। সিজদায় মাসনূন দু'আ করুন। আর সালাতের পর বা অন্য কোনো সময়ে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে বলুন, "হে আল্লাহ, আমার অন্তরকে আবার আপনার দিকে ফিরিয়ে দিন।"

সব সমস্যার সমাধান একদিনে হবে না। কিন্তু আপনি আল্লাহর দরজা থেকে চলে যাচ্ছেন না, সেটাই বড় কথা।

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই দু'আ করতেন, "হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর স্থির রাখুন।"
> জামে আত তিরমিযি, ২১৪০

কুরআনেও যারা জ্ঞানে সুদৃঢ় তাদের একটি গভীর দু'আ এসেছে:

> আয়াতের অর্থ
>
> "হে আমাদের রব, আপনি আমাদের হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন।"
> সূরা আলে ইমরান, ৩:৮

এই দুই দু'আ আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য শেখায়, হিদায়াত পাওয়া যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ, সেই হিদায়াতের ওপর স্থির থাকাও তাঁর সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

তাই ঈমান ভালো থাকলে নিজের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন না। আর দুর্বল লাগলে হতাশ হয়ে বসেও থাকবেন না। দুই অবস্থাতেই আল্লাহর সাহায্য চাইবেন।

আর low phase-এ নিজেকে একা করে ফেলবেন না। এমন একজন ভালো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন যার কাছে বলতে পারেন, "কিছুদিন ধরে মনটা দুর্বল লাগছে।" যে আপনাকে বিচার না করে সালাত, কুরআন ও ভালো পথে ফিরতে সাহায্য করবে। তবে আপনার দ্বীন যেন শুধু motivational content-এর ওপর দাঁড়িয়ে না থাকে। প্রতিদিন নতুন reel বা lecture না পেলেও আপনার কিছু foundation যেন টিকে থাকে।

আর কখনো নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, "আমি কি আগের মতো feeling ফিরে পেতে চাই, নাকি আল্লাহর সঙ্গে আরও সত্যিকারের সম্পর্ক চাই?"

কারণ spiritual high নিজে লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হলো আল্লাহকে চেনা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর দ্বীনের ওপর স্থির থাকা। কোনোদিন আপনি অনেক অনুভব করবেন, কোনোদিন কম। কিন্তু দুই দিনেই আপনার রব একই।

আজ ঈমান দুর্বল মনে হলে আগামী সাতদিনের জন্য খুব ছোট একটা plan নিতে পারেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যত্নে রাখুন। প্রতিদিন ১০ মিনিট কুরআন পড়ুন বা অর্থ দেখুন। একটি পরিচিত গুনাহের trigger থেকে দূরে থাকুন। একজন ভালো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। আর প্রতিদিন আল্লাহর কাছে অন্তরের স্থিরতার জন্য দু'আ করুন।

সাতদিন পর শুধু এই প্রশ্ন করবেন না, "আমার mood কি ভালো হয়েছে?" বরং দেখুন, "আমি কি আবার আল্লাহর দিকে নিয়মিত ফিরতে শুরু করেছি?"

কখনো অনুভূতি পরে আসে। আগে আসে সিদ্ধান্ত।

হয়তো এই মুহূর্তে সালাতে আগের মতো কান্না নেই। কুরআন শুনেও আগের মতো অন্তর কাঁপছে না। তবু আপনি সালাত ছেড়ে দেননি, কুরআন বন্ধ করেননি, গুনাহকে বৈধ বানাননি, নিজের দুর্বলতা নিয়ে আল্লাহর কাছেই ফিরছেন।

এটাকে ছোট মনে করবেন না।

দ্বীনের ওপর স্থির থাকা মানে সবসময় একই উচ্চতায় থাকা নয়। কখনো দুর্বল হয়ে পড়েও পথটা ছেড়ে না দেওয়া।

তাই আজ নিজের কাছে শুধু এই প্রশ্নটা রাখুন,

“আমি আজ কতটা ঈমান অনুভব করছি?” নয়।

বরং,

“অনুভূতি কমে গেলেও আমি কি এখনো আল্লাহর দিকেই হাঁটছি?”

আল্লাহ আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করুন, অন্তরকে তাঁর স্মরণে জীবিত রাখুন এবং শক্তি ও দুর্বলতা উভয় অবস্থাতেই তাঁর দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। হিদায়াতের পর আমাদের অন্তরকে বিচ্যুত হওয়া থেকে হেফাজত করুন এবং বারবার তাঁর দিকে ফিরে আসার তাওফিক দিন। আমিন।

অধ্যায় ৯ · NE-001

৩০ দিনের একটি বাস্তব “নতুনভাবে শুরু” roadmap, প্রথম মাসে কীভাবে এগোব?

হয়তো এই সিরিজের আগের পর্বগুলো পড়তে পড়তে আপনার মনে হয়েছে, “ঠিক আছে, অনেক কিছু বুঝলাম। কিন্তু কাল সকাল থেকে আমি আসলে করবটা কী?”

কারণ জানার পরও অনেক সময় জীবন বদলায় না। আমরা একটা সুন্দর পোস্ট পড়ি, কিছুক্ষণ খুব motivated থাকি, মনে মনে ঠিক করি, “এবার পাঁচ ওয়াক্ত ঠিক করব, প্রতিদিন কুরআন পড়ব, গুনাহ ছাড়ব, যিকির করব, ইসলাম শিখব।” তারপর দুই তিনদিন পর জীবন আবার পুরোনো গতিতে ফিরে যায়।

সমস্যাটা সবসময় আন্তরিকতার অভাব নয়। অনেক সময় আমরা পরিবর্তনের প্রথম দিনেই এমন একটা জীবন শুরু করতে চাই, যেটা বহু বছরের অভ্যাসের সঙ্গে একদমই মেলে না। তাই এই ৩০ দিনের লক্ষ্য আপনাকে এক মাসে “নিখুঁত মুসলিম” বানানো নয়। লক্ষ্য হলো এমন একটা ভিত্তি তৈরি করা, যেন ৩০ দিন পর আবার শূন্যে ফিরে যেতে না হয়।

আর শুরুতেই একটা বিষয় পরিষ্কার রাখুন। এই roadmap এর মানে এই নয় যে কোনো ফরজ বা স্পষ্ট হারামকে “তৃতীয় সপ্তাহে ঠিক করব” বলে রেখে দেবেন। যে ফরজ এখনই আপনার ওপর রয়েছে, তা এখন থেকেই পালন করার চেষ্টা করবেন। কোনো চলমান হারাম, বড় গুনাহ বা মানুষের হক থাকলে সেটাও যত দ্রুত সম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করবেন। ৩০ দিনের plan শুধু শেখা, অভ্যাস ও পরিবর্তনের কাজগুলোকে manageable করে সাজানোর জন্য।

> হাদিসের অর্থ
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যে আমল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প।
> সহিহ আল বুখারি, ৬৪৬৫

তাই পুরো ৩০ দিনের মূলনীতি একটাই, কম শুরু করুন, কিন্তু এমনভাবে শুরু করুন যেন চালিয়ে যেতে পারেন।

প্রথম ৭ দিন: ভিত্তিটা শক্ত করুন

প্রথম সপ্তাহে নতুন দশটা আমল যোগ করবেন না। আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে দিনের কেন্দ্র বানানোর চেষ্টা করা। সালাতের সময়গুলো জানুন, প্রয়োজন হলে alarm দিন, আর কাজ, ঘুম, বাইরে যাওয়া, রান্না বা পড়াশোনা যতটা সম্ভব সালাতের সময় মাথায় রেখে সাজান।

এর সঙ্গে প্রতিদিন অল্প সময় কুরআনের জন্য রাখুন। ১০ মিনিট সম্ভব হলে ১০ মিনিট, ৫ মিনিট সম্ভব হলে ৫ মিনিট। আরবি পড়তে পারলে অল্প তিলাওয়াত করে অর্থ দেখুন। না পারলে শুদ্ধ পড়া শেখা শুরু করুন এবং পাশাপাশি বাংলা অর্থ পড়ুন।

রাতে দুই মিনিট নিজের দিনটা দেখুন। আজ সালাত কেমন হলো? কোনো গুনাহ হয়েছে কি যার জন্য তাওবা দরকার? আগামীকাল একটা জিনিস কী একটু ভালো করা যায়? বড় report লিখতে হবে না। শুধু নিজের সঙ্গে সৎ থাকুন।

এই সপ্তাহের লক্ষ্য অনেক নফল যোগ করা নয়। লক্ষ্য হলো, যত ব্যস্তই হোক জীবন, আল্লাহর সঙ্গে আপনার মৌলিক সম্পর্কটা যেন হারিয়ে না যায়।

৮ম থেকে ১৪তম দিন: যা করছেন, সেটা বুঝে করতে শুরু করুন

এখন প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ মিনিট নির্ভরযোগ্যভাবে দ্বীনের প্রয়োজনীয় কিছু শিখুন। আপনার জীবন খুব ব্যস্ত হলে সময় আরও কম হতে পারে। সংখ্যা rigid rule নয়, ধারাবাহিকতাই আসল।

শুরু করুন সেই জ্ঞান দিয়ে, যা আজই আপনার দরকার। ওযু ঠিক আছে কি না, সালাতের মৌলিক পদ্ধতি, সূরা ফাতিহার উচ্চারণ ও অর্থ, ঈমানের মৌলিক বিষয়, নিজের জীবনের প্রয়োজনীয় হালাল হারাম।

একজন বিশ্বস্ত শিক্ষক, আলেম বা structured beginner source ঠিক করে সেটাই ধরে এগোন। প্রতিদিন নতুন নতুন page, video বা বিপরীতমুখী source বদলাতে থাকলে নতুন অবস্থায় confusion বাড়তে পারে।

একদিনে একটি ছোট বিষয়ই যথেষ্ট। আজ ওযুর একটা ভুল ঠিক হলো, কাল ফাতিহার একটা শব্দ শুদ্ধ হলো, পরদিন সালাতে প্রতিদিন বলা একটা বাক্যের অর্থ বুঝলেন। একটা খাতা বা note এ শুধু দুইটা প্রশ্ন রাখতে পারেন: “আজ কী শিখলাম?” “আজ কী বদলাব?”

১৫তম থেকে ২১তম দিন: আপনার দুর্বল দরজাটা চিনুন

এবার নিজের অভ্যাস ও গুনাহের pattern দেখুন। কোনো গুনাহকেই “এখন থাক” বলে বৈধ বা স্বাভাবিক বানাবেন না। সব গুনাহ থেকেই তাওবা করবেন। তবে practical change এর জন্য দেখুন, কোন একটি জায়গা আপনাকে সবচেয়ে বেশি বারবার টেনে নিচ্ছে।

হয়তো রাত জেগে ফোন ব্যবহার। নির্দিষ্ট কোনো account বা content। গীবতের একটা group। এমন কোনো যোগাযোগ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বাধা। রাগের সময় জিহ্বা। অথবা সালাত দেরি করার অভ্যাস।

শুধু “আর করব না” বলবেন না। Trigger খুঁজুন। কখন হয়, কোথায় হয়, কার সঙ্গে হয়, কী অবস্থায় হয়? তারপর একটি বাস্তব দরজা বন্ধ করুন। Unfollow করুন, app limit দিন, প্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি করুন, রাতে ফোন অন্য জায়গায় রাখুন, কোনো gathering কমিয়ে দিন, অথবা মানুষের হক থাকলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করুন।

এই সপ্তাহে একটা বিষয় বুঝতে চেষ্টা করুন, পরিবর্তন শুধু ইচ্ছায় হয় না, environment ও বদলাতে হয়।

২২তম থেকে ৩০তম দিন: ভালো অভ্যাসকে জায়গা দিন

এবার foundation এর ওপর একটি বা দুটি ছোট নিয়মিত নফল আমল যোগ করুন। অনেকগুলো নয়। যেমন কিছু সকাল সন্ধ্যার সহিহ যিকির, সুযোগ অনুযায়ী দুহা বা তাহাজ্জুদ, সামর্থ্য অনুযায়ী নফল সদকা, নিয়মিত কোনো উপকার, কিংবা কারও জন্য গোপনে দু‘আ।

সঙ্গে চরিত্রের একটি জায়গা বেছে নিন। এই কয়েকদিন রাগের সময় জিহ্বা সামলাব। গীবত থেকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকব। মা বাবার সঙ্গে কথার ভঙ্গি ঠিক করব। স্বামী স্ত্রী বা পরিবারের মানুষের সঙ্গে আরও নরম হব। অথবা মানুষের পাওনা ও প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সচেতন হব।

কারণ দ্বীনের পরিবর্তন শুধু আপনার ইবাদতের routine এ নয়, আপনার আচরণেও দেখা উচিত।

পুরো ৩০ দিনে যা priority থাকবে, তা হলো ফরজগুলো রক্ষা করা, চলমান হারাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করা এবং মানুষের হককে গুরুত্ব দেওয়া। আর suggested routine হিসেবে রাখতে পারেন অল্প কুরআন, প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান, কিছু যিকির ও ইস্তিগফার এবং সংক্ষিপ্ত self check। এগুলোর সময় আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী কমবেশি হবে।

কোনো দিন সবকিছু ঠিক হবে না। কুরআনের ১০ মিনিট হয়তো ৩ মিনিট হবে। কোনো দিন শেখা হবে না। কোনো দিন পুরোনো ভুল হয়ে যাবে। তখনই এই roadmap এর আসল পরীক্ষা।

মনে হবে, “আজ তো সব নষ্ট হয়ে গেছে, কাল থেকে আবার শুরু করব।” এই চিন্তার বদলে বলুন, “যেটুকু বাকি আছে, এখনই ফিরে আসি।”

একটা সালাত দেরি হয়েছে? পরেরটা রক্ষা করুন। সকালে কুরআন হয়নি? রাতে অল্প পড়ুন। গুনাহ হয়ে গেছে? সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করুন। তিনদিন routine এলোমেলো হয়েছে? চতুর্থ দিনকে আবার “Day 1” বানিয়ে নাটকীয়ভাবে নতুন শুরু করার দরকার নেই। সেখান থেকেই হাঁটা চালিয়ে যান।

কারণ দ্বীনের যাত্রা perfect streak এর নাম নয়।

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “যারা আমার পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথসমূহে পরিচালিত করব।”
> সূরা আল আনকাবূত, ২৯:৬৯

৩০ দিনের শেষে নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন না, “আমি কি পুরোপুরি বদলে গেছি?” বরং দেখুন, সালাত কি আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে? কুরআন কি একটু বেশি পরিচিত হয়েছে? দ্বীনের প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় কি পরিষ্কার হয়েছে? নিজের বড় trigger কি চিনতে পেরেছেন? কোনো গুনাহের দরজা কি অন্তত কিছুটা বন্ধ হয়েছে? ভালো environment কি বেড়েছে? কোনো ছোট ভালো আমল কি নিয়মিত হতে শুরু করেছে? ভুল হলে কি আগের চেয়ে দ্রুত তাওবা করছেন? আল্লাহর অবাধ্যতাকে কি আগের চেয়ে বেশি ভয় করছেন?

কয়েকটার উত্তরও যদি “হ্যাঁ” হয়, তাহলে এই ৩০ দিন বৃথা যায়নি।

তবে Day 30 কোনো graduation day নয়। এখান থেকে শুধু বুঝবেন, কোন অভ্যাসগুলো আপনার জীবনে টিকছে এবং পরের মাসে কোন জায়গায় আরও গভীর হওয়া দরকার। হয়তো সালাত আরও শুদ্ধ করবেন, কুরআন বোঝায় একটু এগোবেন, কোনো পুরোনো গুনাহের বিরুদ্ধে system আরও শক্ত করবেন, সীরাহ শিখবেন বা চরিত্রের আরেকটি দোষ নিয়ে কাজ করবেন।

ধীরে ধীরে।

কারণ আপনি কোনো ৩০ দিনের challenge শেষ করতে দ্বীনের পথে আসেননি। আপনি এমন একটা জীবন গড়তে চাইছেন, যেখানে মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহর দিকে হাঁটা বন্ধ হবে না।

এই পুরো সময় একটা দু‘আ নিজের সঙ্গে রাখুন:

> আয়াতের অর্থ
>
> “হে আমাদের রব, আপনি আমাদের হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন।”
> সূরা আলে ইমরান, ৩:৮

Planner, alarm, routine, checklist সবই উপকারী হতে পারে। কিন্তু হিদায়াত এবং হিদায়াতের ওপর স্থির থাকার তাওফিক শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তাই চেষ্টা থাকবে, দু‘আও থাকবে। Planning থাকবে, আল্লাহর ওপর নির্ভরতাও থাকবে।

হয়তো আজ আপনি একদম শুরুতে। অনেক কিছু জানেন না। সালাতে ভুল আছে। কুরআন পড়াও দুর্বল। কিছু অভ্যাস নিয়ে এখনো লড়ছেন। ৩০ দিন পরও আপনি নিখুঁত হবেন না।

কিন্তু আপনি যদি ছোট ছোট সঠিক সিদ্ধান্ত ধরে রাখেন, একসময় পেছনে তাকিয়ে হয়তো বুঝবেন, জীবনটা কোনো একদিন হঠাৎ বদলায়নি। বদলেছিল সেই দিন থেকে, যেদিন পড়ে গেলেও আপনি আল্লাহর দিকে ফিরে আসা বন্ধ করেননি।

আল্লাহ আমাদের শুরু করার সাহস দিন, অল্প হলেও নিয়মিত আমলে স্থির রাখুন, ভুল হলে দ্রুত তাঁর দিকে ফিরিয়ে নিন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হিদায়াতের পথে অটল রাখুন। আমিন।

এখানেই “দ্বীনের পথে প্রথম পদক্ষেপ” সিরিজের ৯টি পর্ব শেষ। কিন্তু আসল যাত্রা এখন শুরু।

বোনাস অধ্যায় · NE-001

আমি কি সত্যিই বদলাচ্ছি, নাকি শুধু দ্বীন নিয়ে আগ্রহী হয়েছি?

দ্বীনের পথে কিছুদিন চলার পর একটা প্রশ্ন নিজের কাছে করা দরকার। কারণ ইসলামিক পোস্ট পড়া বেড়েছে, নসিহাহ শোনা বেড়েছে, নতুন কিছু আমলও শুরু হয়েছে। আগে যে বিষয়গুলো জানতেন না, এখন সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে, অনেক কিছুই বদলে গেছে।

কিন্তু ভেতরের প্রশ্নটা আরও গভীর, “আমি কি সত্যিই আল্লাহর দিকে এগোচ্ছি, নাকি শুধু ইসলাম সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশি জানছি?”

এই প্রশ্নের উত্তর শুধু কত বই পড়লেন, কত lecture শুনলেন, কত যিকির করলেন বা কত ইসলামিক content save করলেন, এগুলো দিয়ে পাওয়া যায় না। কারণ দ্বীনের জ্ঞান শুধু মাথায় জমার জন্য নয়। সেই জ্ঞান ধীরে ধীরে আপনার সালাত, সিদ্ধান্ত, চরিত্র, গুনাহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের হক এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কেও প্রভাব ফেলবে।

প্রথমে নিজের ফরজ দায়িত্বগুলোর দিকে তাকান। আগের চেয়ে সালাত কি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে? সালাত দেরি হয়ে গেলে বা কোনো ওয়াক্তে অবহেলা হলে অন্তরে কি কষ্ট হচ্ছে? নিজের ভুলগুলো শেখার ও ঠিক করার আগ্রহ বেড়েছে? শুধু সালাত নয়, নিজের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য ফরজ দায়িত্ব এবং মানুষের হকও কি আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে?

আপনি এখনো নিখুঁত নাও হতে পারেন। প্রশ্ন হলো, আপনার priority কি বদলাচ্ছে?

এরপর নিজের গুনাহের সঙ্গে সম্পর্কটা দেখুন। আগে যে ভুলকে খুব স্বাভাবিক মনে হতো, এখন কি সেটাকে ভুল বলে চিনতে পারছেন? গুনাহ হয়ে গেলে কি excuse বানানোর বদলে তাওবার কথা মনে পড়ে? একই ভুলে আবার পড়ে গেলেও কি সেখান থেকে বের হওয়ার বাস্তব রাস্তা খুঁজছেন?

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্রতা অর্জন করে তাদের ভালোবাসেন।”
> সূরা আল বাকারা, ২:২২২

পরিবর্তনের একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষণ হতে পারে, গুনাহকে আর আগের মতো স্বাভাবিক মনে না হওয়া। তবে শুধু অপরাধবোধই যথেষ্ট নয়। সেই অস্বস্তি ধীরে ধীরে তাওবা ও বাস্তব সিদ্ধান্তে নামতে হবে।

কোনো account আপনাকে বারবার হারামের দিকে নেয়? দূরে সরে যাচ্ছেন কি? কোনো সম্পর্কের সীমা ভাঙছে? সেটা ঠিক করার চেষ্টা করছেন কি? মানুষের হক নষ্ট হয়েছে? সংশোধনের পথ খুঁজছেন কি? সত্যিকারের পরিবর্তন শুধু “খারাপ লাগছে” এর মধ্যে আটকে থাকে না, একসময় সিদ্ধান্তেও দেখা যায়।

এরপর দেখুন, মানুষ আপনাকে কষ্ট দিলে আপনি আগের মতোই প্রতিক্রিয়া দেন কি না। আগে রেগে গিয়ে দশটা কঠিন কথা বলতেন, এখন হয়তো পাঁচটা বলার আগেই থেমে যাচ্ছেন। আগে নিজের ভুল স্বীকার করতে পারতেন না, এখন অন্তত বলতে পারছেন, “এই জায়গায় আমি ভুল করেছি।”

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বলেছেন, তারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, এরপর বলেছেন, “আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।”
> সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৪

দ্বীনের প্রভাব শুধু জায়নামাজে দেখা যাবে না। আপনার ভাষা, রাগ, ক্ষমা, দায়িত্ববোধ এবং কাছের মানুষের সঙ্গে আচরণেও তার ছাপ পড়ার কথা।

আর নিজের মানুষের হক নিয়ে sensitivity দেখুন। কারও টাকা, প্রতিশ্রুতি, গোপন কথা, পরিবারকে দেওয়া সময়, স্বামী স্ত্রী বা মা বাবার অধিকার, কারও প্রতি করা অন্যায়, এগুলো কি এখন আগের চেয়ে বেশি ভাবায়? কারণ আল্লাহর নৈকট্য চাইতে গিয়ে মানুষের প্রতি অন্যায়কে ছোট করে দেখা যায় না।

তারপর খুব সূক্ষ্ম একটা জায়গায় তাকান, দ্বীন শেখার সঙ্গে আপনার বিনয় বাড়ছে, নাকি অহংকার?

আগে কিছু জানতেন না, এখন কিছু জানেন। তখন কারও ভুল দেখে মনে হতে পারে, "এটাও জানে না?" অন্য কেউ আপনার মতো আমল না করলে মনে হতে পারে, "আমি তো ওর চেয়ে ভালো।" এখানেই নিজের অন্তরকে থামান।

দ্বীন শেখার ফল যদি হয় অন্য মানুষকে তুচ্ছ করা, তাহলে নিজের শেখার উদ্দেশ্য আবার যাচাই করা দরকার। বরং যত জানবেন, তত নিজের দুর্বলতা বুঝতে শেখার কথা। অন্য কাউকে গুনাহে দেখে মনে হওয়া উচিত, "আল্লাহ আমাকে হেফাজত না করলে আমিও তো পড়ে যেতে পারি।"

পরিবর্তনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো, একাকী অবস্থায় আপনি কে। মানুষ দেখছে না, তখন কি আল্লাহর কথা মনে পড়ে? এমন কোনো ভালো কাজ আছে যার কথা কেউ জানে না? এমন কোনো গুনাহের সুযোগ এসেছে, কিন্তু শুধু আল্লাহ দেখছেন এই অনুভূতিতে আপনি ফিরে এসেছেন?

মানুষের প্রশংসা না থাকলেও যদি কিছু ভালো কাজ বেঁচে থাকে, সেটা অন্তর যাচাই করার সুন্দর জায়গা।

আর দুঃসময় এলে দেখুন, আপনার অন্তর প্রথমে কোথায় ফিরে যায়। আগে হয়তো শুধু মানুষের কাছে ছুটতেন, social media তে ডুবে থাকতেন বা নিজের চিন্তার মধ্যেই আটকে যেতেন। এখন কি দু'আ মনে পড়ে? সালাতে একটু বেশি ফিরে যেতে ইচ্ছা করে? কুরআনের কাছে বসতে মন চায়?

> আয়াতের অর্থ
>
> আল্লাহ বলেন, “জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।”
> সূরা আর রা‘দ, ১৩:২৮

এর মানে এই নয় যে মুমিনের আর দুঃখ, উদ্বেগ বা কষ্ট থাকবে না। বরং কষ্টের মধ্যেও সে ধীরে ধীরে জানতে শেখে, শেষ আশ্রয় কোথায়।

তবে নিজের progress যাচাই করতে গিয়ে প্রতিদিন নিজেকে পরীক্ষা করতে থাকবেন না। “আজ ঈমান কত?”, “আজ আমি ভালো না খারাপ?” করতে করতে দ্বীনকেই মানসিক চাপ বানিয়ে ফেলবেন না। বরং কিছু সময় পর পর পেছনে তাকান।

কয়েক মাস আগের তুলনায় সালাত কি একটু ভালো হয়েছে? গুনাহ নিয়ে সচেতনতা কি বেড়েছে? কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক কি একটু গভীর হয়েছে? মানুষের হক নিয়ে ভয় কি বেড়েছে? রাগের সময় কিছুটা হলেও থামতে পারছেন? ভুল হলে আল্লাহর দিকে আগের চেয়ে দ্রুত ফিরছেন? দ্বীন শেখার সঙ্গে বিনয় কি বাড়ছে?

সবগুলোর উত্তর একসঙ্গে “হ্যাঁ” হবে না। কোনো জায়গায় উন্নতি থাকবে, কোনো জায়গায় এখনও অনেক কাজ বাকি থাকবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আপনার direction কোনদিকে?

আর এখানেই একটা বিষয় মনে রাখা খুব জরুরি। এগুলো নিজের পথের direction যাচাই করার কিছু লক্ষণ মাত্র। এগুলো আমল কবুল হয়ে যাওয়ার certificate নয়। আমরা ভালো পরিবর্তন দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব, কবুল হওয়ার আশা রাখব, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর কাছে আমল কবুল করার জন্য দু’আও করতে থাকব।

কারণ শেষ পর্যন্ত আমরা নিজের আমলের ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি না। তাওফিকও আল্লাহর, কবুল করাও তাঁর অনুগ্রহ।

তাই আজ প্রশ্নটা শুধু এই নয়, “আমি ইসলাম সম্পর্কে কত কিছু জানি?”

নিজের কাছে আরও গভীরভাবে জিজ্ঞেস করুন:

“দ্বীন শেখার পর আমি কি একটু বেশি আল্লাহকে ভয় করি, ভুল হলে একটু দ্রুত তাওবা করি, মানুষের সঙ্গে একটু সুন্দর আচরণ করি এবং নিজের সিদ্ধান্তে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে একটু বেশি গুরুত্ব দিই?”

যদি পরিবর্তন খুব ছোটও হয়, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। আর যেখানে এখনো কিছু বদলায়নি, সেখানে হতাশ হয়ে যাবেন না। সেটাই হয়তো আপনার পরবর্তী কাজের জায়গা।

এই সিরিজের উদ্দেশ্য কখনো আপনাকে এই অনুভূতি দেওয়া ছিল না যে, “আমি এখন ভালো মুসলিম হয়ে গেছি।” উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা পথে দাঁড় করানো, যেখানে আপনি নিজের রবকে আরও চিনবেন, ফরজগুলোকে গুরুত্ব দেবেন, কুরআনের কাছে ফিরবেন, গুনাহের বিরুদ্ধে লড়বেন, ভালো সঙ্গ খুঁজবেন, ঈমান দুর্বল হলেও পথ ছাড়বেন না এবং পড়ে গেলে আবার উঠবেন।

“দ্বীনের পথে প্রথম পদক্ষেপ” শেষ হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন আর “কোথা থেকে শুরু করব?” নয়।

এখন প্রশ্ন হলো,

“যে পথে আল্লাহ আমাকে হাঁটার ইচ্ছা দিয়েছেন, সেই পথে আমি কি সারাজীবন ফিরে ফিরে হাঁটতে থাকব?”

আল্লাহ আমাদের জ্ঞানকে উপকারী করুন, আমলকে আন্তরিক ও কবুলযোগ্য করুন, চরিত্রকে সুন্দর করুন এবং বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে অন্তরকেও সংশোধন করুন। হিদায়াত পাওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বিচ্যুত হতে দেবেন না এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দিকে ফিরে আসার তাওফিক দিন। আমিন।

কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্স

এই তালিকা NE-001 v1.0-এর source register। পরবর্তী কোনো reference বা wording correction version history-তে প্রকাশ করা হবে।

কুরআন

আল আনকাবূত	**২৯:৬৯**
আয যুমার	**৩৯:৫৩–৫৪**
আয যুমার	**৩৯:২২**
মুহাম্মাদ	**৪৭:১৭**
আলে ইমরান	**৩:৮**
মুহাম্মাদ	**৪৭:১৯**
ত্ব হা	**২০:১৪**
আল মুমিনূন	**২৩:১–২**
আন নিসা	**৪:১০৩**
আল আনকাবূত	**২৯:৪৫**
সাদ	**৩৮:২৯**
আল ইসরা	**১৭:৯**
আলে ইমরান	**৩:১৩৫**
আয যুমার	**৩৯:৫৩**
আল ফুরকান	**২৫:৭০**

হাদিস

সহিহ আল বুখারি	**৬৪৬৫**
জামে আত তিরমিযি	**২১৪০**
সহিহ মুসলিম	**৮**
সহিহ আল বুখারি	**৭১**
সহিহ আল বুখারি	**৬৩১**
সহিহ আল বুখারি	**৭৫৭**
সহিহ মুসলিম	**৭৯৮**
সহিহ আল বুখারি	**৫০২৭**
সহিহ মুসলিম	**২৭৫৮**
সহিহ আল বুখারি	**৬৫০২**
সুনান আবু দাউদ	**৪৮৩৩**
সহিহ আল বুখারি	**২১০১**
সহিহ মুসলিম	**২৭৫০**

আলে ইমরান	৩:৩১
আল বাকারা	২:২২২
আলে ইমরান	৩:১৩৪
আল কাহফ	১৮:২৮
আত তাওবা	৯:১১৯
আল ফুরকান	২৫:২৭–২৯
আয যুখরুফ	৪৩:৬৭
আল আনফাল	৮:২
আর রা'দ	১৩:২৮

একটি PDF নয় - একটি জীবন্ত বই

Website edition থাকবে canonical এবং সর্বশেষ সংস্করণ। PDF হবে portable reading ও print edition। Meaningful correction হলে version history-তে তা স্পষ্টভাবে লেখা হবে।

CURRENT	v1.0 · First Edition · 30 Sep 2026
VERSIONING	Public 1.0-এর পর substantive correction হলে 1.1; major editorial restructure হলে 2.0।
TRUST	Source before style. কোনো invented scholar review, fabricated endorsement বা silent religious-source correction নয়।
FORMATS	Digital Reading Edition + A5 Print-friendly Edition।

NE-001

CANONICAL WEB EDITION

সর্বশেষ সংস্করণ সবসময় Website-এ

Nahwa Editions completed series-কে durable digital book-এ রূপ দেয়। Website-ই latest/canonical home; PDF একটি portable edition। কোনো correction বা meaningful update হলে Web Edition এবং revision history-তে তা আগে দেখা যাবে।

Latest Web Edition & correction history

https://nahwaaddeen.com/editions-deener-pothe-prothom-podokkhep/